নাগিনী কন্যা

এক

প্রথম পরিচয়

জুয়াড়ী রামলালের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে !

সামান্য একজন জুয়াড়ী কি করে একজন বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানীর জীবন এবং ভারত সরকারের মূল্যবান দলিলপত্র রক্ষা করেছিল তা এই সিরিজের আগের বইতে লেখা আছে।*

রামলালের সহকারী ও বন্ধু হরেন।

রামলাল সরকার থেকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছিল তার কাজের জন্যে।

কিন্তু চাকরি বা ব্যবসা করতে রামলালের কোনও দিনই ভাল লাগে না।

সে হোটেল আমেরিকানাতে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। সে আর হরেন দুজনে সারাদিন হইহই করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে যায় রেসের মাঠে। মাঝে মাঝে আবার যায় ইয়ার আড্ডায়। এই ভাবেই তার দিন কাটতে থাকে।

হোটেলে সে নিয়মিত বিল পেমেন্ট করে—তাই তার খুব খাতির সেখানে। হোটেলের মালিক রামলালের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

কিন্তু ইদানীং রামলালের ভাগ্য ভাল যাচ্ছিল না। রেসের মাঠে বা জুয়োর বোর্ডে তার হার হয় বেশী—জিত হয় খুব কম।

---

* এই সিরিজের 'চক্রান্তের বিভীষিকা' পড়ুন।

boiRboi.blogspot.com

বছর খানেক বেশ আনন্দে কাটলো।

তারপর সেদিন রামলাল ব্যাঙ্কের খাতা খুলে দেখতে পেলো, মাত্র আর দু'হাজার টাকা অবশিষ্ট আছে।

রামলাল হরেনকে বলল—দেখছিস্ ত কি অবস্থা।

হরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—দেখছি ত—কিন্তু তাতে কি করা যাবে।

রামলাল বললে—একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। এই এক বছরে আমরা কুঁড়ে হয়ে গেছি।

—সত্যি ভাই!

রামলাল বললে—আজ শনিবার। চল্ রেসের মাঠে একটু লাক্ ট্রাই করি।

—বেশ চল্—কিন্তু হারলে···

—ওকথা মুখে আনবি না। আজ জিততেই হবে।

—বেশ চল্—দেখা যাক।

দুজনে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে এগারোটা নাগাদ গেল ব্যাঙ্কে।

সেখান থেকে এক হাজার টাকা তুলে বারোটা নাগাদ তারা চললো তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে।

রামলাল বললে—আজ ভাই মনে হচ্ছে, ভাগ্য বোধ হয় ফিরবে।

হরেন উদাসভাবে বললে দেখা যাক।

দেখতে দেখতে ট্যাক্সি রেসের মাঠে এসে থামলো।

দুজনে টিকিট কেটে গ্র্যাণ্ডে গিয়ে ঢুকলো।

* * *

গ্যালারীতে রামলাল আর হরেন যেখানে বসলো, তার ঠিক পাশেই বসেছিল অপূর্বসুন্দরী একটি মেয়ে।

কুমারী মেয়ে। দেখে মনে হয় বেশ ধনী ঘরের মেয়ে সে। সেও এসেছে রেস খেলতে।

প্রথম বাজিতে রামলাল যা খেললো, মেয়েটা তা না খেলে খেললো অন্য ঘোড়া।

তার ফলে মেয়েটি জিতলো—রামলাল একশো টাকা হেরে গেল।

দ্বিতীয় বাজিতেও ঠিক তাই হলো। মেয়েটা জিতলো রামলাল হেরে গেল।

মেয়েটি গেল পেমেন্ট আনতে। তখন রামলাল হরেনকে বললো—মেয়েটার ভাগ্য ভাল।

হরেন বললে—চেহারাটিও মন্দ নয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামলাল বলে—তা বটে—কিন্তু এখন ও সব ভেবে কি হবে?

একটু পরে মেয়েটি ফিরে এলো।

রামলাল বললে—এ বাজিতে কি খেলবেন মিস্—

—কৃষ্ণা। আমার নাম কৃষ্ণা রায়। এ বাজিতে কিছু খেলবো না।

—কেন?

—কোনও খবর নেই এ বাজিতে আমার।

—আপনি বুঝি খবর পান?

—দু চারটে পাই। প্রথম দুটো খবর ছিল। আর আছে শেষ দুটো বাজিতে।

রামলাল বললে—আগে বললেন না কেন?

মেয়েটি হেসে বললে—বললে আপনি বিশ্বাস করতেন না। রেসের মাঠের নিয়মই তাই।

—তা বটে। ঠিক আছে, আমি এ বাজিতে বসে না থেকে প্লেস্ খেলি। দুশো টাকা গেছে—কিছু কভার করতে হবে ত!

—তা ঠিক কথা।

—ভাবছি ছ নম্বর প্লেস্ খেলবো।

মেয়েটি বললে—আমার মতে তিন নম্বর প্লেস্ খেলা ভাল। সিওর থার্ডের মধ্যে আসবেই। টাকাও খুব খারাপ দেবে না। ছয়ের চান্স নেই।

রামলাল তার কথা মতো একশো টাকা তিন নম্বর প্লেস্ খেললো।

আশ্চর্য ঘটনা!

তিন নম্বর ঘোড়া ঠিক থার্ড হলো। রামলাল পেলো দুশো টাকা। একশো টাকা মেক্-আপ্ হলো তার।

তারপরের বাজি দুজনেই কিছু খেললো না। তারা বসে বসে নানা ঘোড়ার বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

ঠিক ষষ্ঠ রেসে মেয়েটি বললে—চলুন দুশো টাকা করে এক নম্বর উইন্ খেলবো।

রামলাল বললে—খবর?

—নিশ্চয়।

দুজনে গিয়ে দুশো টাকা করে এক নম্বর উইন খেললো। এক নম্বর ভাল ঘোড়া। কিন্তু নয় ঘোড়ার বাজি। খুব জটিল রেস সেটা। কে জিতবে তা বলা কঠিন।

কিন্তু রেস শেষে দেখা গেল, ঠিক এক নম্বর দুই লেংথে উইন করেছে।

দুজনেই পেলো হাজার টাকা করে।

রামলাল বললে—আপনার কথা শুনে অনেকদিন পরে বেশ লাভ হলো। থ্রি চিয়ার্স।

মেয়েটি বললে—পরের বাজির দু নম্বর খেলতে হবে।

রামলাল বললে—এটা একটু আপ্সেট মনে হচ্ছে।

—তা হোক। বেশী খেলবেন না। একশো করে উইন খেলা যায়। এটা ট্রিবলের এবং জ্যাক্পটের শেষ বাজি—তাই একটু আপ্সেট্ ত হবেই।

—তা হতে পারে।

দুজনেই একশো টাকা করে উইন খেললো।

এবারেও আশ্চর্য সৌভাগ্য। ফটো ফিনিসে দু নম্বর জিতলো, ছ নম্বর সেকেণ্ড হলো।

www.boiRboi.blogspot.com

দেড় হাজার টাকা করে প্রত্যেকে পেমেন্ট পেলো।

তারপর খেলা শেষ।

তিনজনে মাঠ থেকে একসঙ্গে বের হলো।

মেয়েটি বললে—আপনি আমাকে চেনেন না রামলালবাবু কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।

—তাই নাকি ?

—মিথ্যা বলে আমার লাভ। আপনার দুঃসাহস এবং সাফল্যের কথা কাগজে পড়েছি।

রামলাল বললে—তবে ত নিশ্চয়ই জানেন।

রুক্ষা বলেল—আপনার সঙ্গে কিছু বিশেষ কথা ছিল। যদি বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে আমার হোটেলে আসেন, তাহলে—

—আপনি হোটেলে থাকেন ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

—ব্লু নাইট হোটেলে।

—আপনার কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে আমি রীতিমতো আশ্চর্য হচ্ছি।

—হবারই কথা। কারণ সাধারণ মেয়ে আমি নই। ধীরে ধীরে জানবেন সব।

হরেনকে একশো টাকা দিয়ে রামলাল বললে—তুই পেট ভরে যা খুশী খেয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে যা। আমি একটু পরে যাব।

হরেন হেসে টাকাটা পকেটে পুরে বলল—ও, কে—টাটা—বলে সে একটা ট্যাক্সিতে উঠল।

রামলাল মেয়েটির সঙ্গে উঠল গিয়ে অন্য ট্যাক্সিতে।

www.boiRboi.blogspot.com

* * *

ব্লু নাইট হোটেলের একটি সুন্দর সাজানো ঘরে কৃষ্ণা থাকে। কৃষ্ণা তার টাকাগুলো গুনে ড্রয়ারে রাখলো। তারপর সে রামলালকে বললে—আপনার মতো দুঃসাহসী লোককে আমার খুব ভাল লাগে।

রামলাল বললে—কিন্তু জানেন ত, আমি জুয়াড়ী—

—তাতে কি? জীবনটাই ত জুয়া। তাই ত আজ আপনি এত টাকার মালিক।

—খুব ভুল করলেন। আমার প্রচুর টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে। বর্তমানে অতি সামান্য টাকা আছে আমার।

—তাতে কি? রামলালের দিকে চেয়ে মেয়েটি বলল।—আবার ঠিক টাকা এসে যাবে।

—তা অবশ্য আশা রাখি।

—যাক্, আপনি ড্রিংক করেন ত?

—করি। আপনি?

—সামান্য।

—ঠিক আছে।

বলে বেয়ারাকে ডেকে কৃষ্ণা দু পেগ্ বিলিতী পানীয় অর্ডার দিলে।

সেটা খাওয়া হলো নানা কথার মাঝ দিয়ে।

তারপর মেয়েটি বললে—আপনার সঙ্গে যে বিশেষ কথা আছে বললাম—সেটা আজ বলবো না—দু একদিন পরে বরং সেটা বলব। কি বলেন?

—বেশ ত!

এমন সময় হঠাৎ ঘরের কোণে ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরে মেয়েটি বললে—হ্যালো…

তারপর কথাবার্তা যা হলো তার কিছু রামলাল বুঝতে পারলো না। মেয়েটি শুধু দু একবার বললে—'ঠিক আছে', হ্যাঁ 'বুঝেছি' ইত্যাদি।

তারপর মেয়েটি ফোনটা নামিয়ে রেখে বললে—ভেরী স্যরি, আমাকে এক্ষুনি একবার বের হতে হবে।

—বেশ ত।

রামলাল উঠল।

দুজনে নিচে নেমে এলো। রামলাল একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে চললো নিজের হোটেলের দিকে।

মেয়েটি অন্য ট্যাক্সি নিয়ে গেল তার কাজে।

মনে মনে রামলাল ভাবতে লাগলো—বিচিত্ররূপিণী, রহস্যময়ী নারী এই কৃষ্ণা রায়!

দুই

পঞ্চাশ হাজারী প্রস্তাব

হোটেলে এসে রামলাল দেখতে পেলো হরেন অনেক আগেই ফিরে এসেছে।

রামলাল ফিরলে হরেন বললে—একজন যুবক পরপর দুবার ফোন করেছিল। সে তোমার সঙ্গে জরুরি কথা বলতে চায়। তাকে বলেছি, তুমি নেই, শীগ্‌গিরই ফিরে আসবে। তা শুনে সে বলেছে, সে আবার ফোন করবে।

রামলাল বললে—দূর, সব বাজে……

এমন সময় আবার ফোন বেজে উঠল। রামলাল ফোন তুলে বললে—হ্যালো, রামালাল স্পিকিং…আপনি কে কথা বলছেন—

উত্তর এলো—এর আগে আমি দুবার ফোন করেছি স্যার। আমার নাম অতীনলাল। বিশেষ প্রয়োজন।

—কি ব্যাপার বলুন।

—আমরা চাই আপনাকে, ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে। তার পরিবর্তে উপযুক্ত মূল্য পাবেন। কাজটা ভারতের মানে, দেশের পক্ষে খারাপ নয়—তাই বলতে সাহস পাচ্ছি। কাজটি করলে পুরো পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন আপনি।

—কি ধরনের কাজ?

—তা ফোনে বলা যায় না। যদি বলেন তবে দেখা করতে পারি আপনার হোটেলে গিয়ে। বেশি দেরি হবে না—মিনিট দশেক লাগবে।

রামলাল বললে—বেশ ত, আসুন।

* * * *

ঠিক দশ মিনিট পরে রামলালের ঘরের বাইরে তিনবার টোকা পড়লো।

দরজা খুলে দিলে হবেন।

ঘরে প্রবেশ করলো দুজন ছোকরা। দুজনেরই বয়েস তিরিশের কিছু কম মনে হয়।

দুজনেরই পরনে স্যুট। একজন বেশ মোটাসোটা—দ্বিতীয় জন দোহারা চেহারা।

পরবর্তী লোকটাই এগিয়ে এসে বললে—আমারই নাম হলো অতীনলাল। আর এ হলো আমার সহকারী বিভাস বোস। যা হোক্, এবারে কাজের কথা বলি।

রামলাল ঘাড় নাড়ল—কোনও কথা বললে না।

অতীনলাল বললে—আপনি একজন ভাগ্যান্বেষী তা আমরা মানি স্যার। তাই একাজে আপত্তি করবেন না, তা আমি জানি। আপনার কাজ

হবে একটা মাল—মানে কতকগুলো মাল প্লেনে করে পৌঁছে দিতে হবে।

—কি মাল, তা আমি জানবো না?

—না, তার প্রয়োজন নেই। মাল প্লেনে বোঝাই থাকবে। আপনার কাজ হবে প্লেনটা চালিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার একটা রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া, প্লেনেই ম্যাপ থাকবে। সেই অনুযায়ী মালটা পৌঁছে দেবেন। সেখানে প্লেন ল্যাণ্ড করানো মাত্র আপনার কাজ শেষ। আপনি হোটেলে উঠবেন—থাকবেন সেখানে। পরদিন প্লেনে সীট বুক করে ফিরে আসবেন। আপনার ত ইণ্টার-ন্যাশন্যাল পাসপোর্ট আছেই।

—তা আছে। কবে যাত্রা করতে হবে?

—আজ শনিবার—ধরুন বুধবার রওনা হতে হবে। খুব ভোরে প্লেন ছাড়বে।

—প্লেন কোথায় থাকবে?

—জানেন ত এটা একটা গোপন ব্যাপার। তাই প্লেনটা ত বিদেশ থেকেই এসেছে। তাকে গোপনে রাখা হয়েছে। সেখানে গাড়ি করে পৌঁছে দেব আমরা। একটা ছোট রানওয়ে গোপনীয় ভাবে করা হয়েছে ওখানে।

—তাহলে কাজটা বেআইনী?

—তা বটে। তবে ভারত সরকারের কোনও ক্ষতি হবে না। আমরা খোলাখুলিভাবে মালটা নিতে পারবো না বলে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

—তবু মালের ধরনটা—

—ধরুন গোটা দশ পনেরো পেটি লুইস্ গান, টমিগান, এল্ এম্ জি ভরতি আছে। যারা এটা কিনবে, তারা অনেক বেশী মূল্য দিতে রাজী। তাই ভালই লাভ হবে। লাভটা আমরা কজনে ভাগ করে নেবো। আপনার ভাগ আপনি পাবেন। তাছাড়া সব খরচপত্রও আমরা করবো।

রামলাল একটু চিন্তা করলো। দেশের কোনও ক্ষতি হবে না বটে—তবে কাজটা বেআইনী। অবশ্য ছোটখাট বেআইনী কাজ না করলে, এত টাকা তারা দেবে কেন?

রামলাল বললে—টাকা যদি আপনারা না দেন? তাই একটা সর্ত আছে আমার।

—বলুন।

—টাকাটা আপনারা এখানে ব্যাঙ্কের সেফ্ ভোল্টে জমা রাখবেন। ভোল্টটা আমার নামে থাকবে—তবে চাবিটা থাকবে আপনাদের কাছে।

—ঠিক আছে। আমরা ভোল্টের রসিদ, টাকার রসিদ ও চাবি সব প্লেনে ওঠবার আগেই আপনাকে দিয়ে দেবো।

—ঠিক আছে—এতে আপত্তি নেই।

—তাহলে ঐ কথা থাকলো। আমরা বুধবার খুব ভোরে রিং করব। আপনি তৈরী থাকবেন। গাড়ি আসবে একটা, ঐ গাড়িতে উঠে বসবেন, কেমন?

—ঠিক আছে।

—আর এই নিন, এতে আছে দু হাজার টাকা। এটা অতিরিক্ত খরচ বাবদ। আপনার যা কেনাকাটা করতে হয় সব করে রেডি হয়ে নিন।

—ভেরী গুড্।

কড়কড়ে নোটগুলো গুনে দিয়ে অতীনলাল বললে—তাহলে চলি।

হরেন বলল—তাহলে গুরু, এবার তোমার সুসময় এসে গেল আবার।

তিন দিনের কাজে পঞ্চাশ হাজার—তাছাড়া খরপত্র সব একস্ট্রা।

রামলাল বললে—দেখা যাক, কতদূর কি হয় শেষ পর্যন্ত।

—একথা কেন?

—সেখানে ল্যাণ্ড করলে বিপদে পড়বো কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কি বল?

—না না, তাহলে ওদের সব মালই বরবাদ হবে।

—তা হতে পারে।

—সে বিষয়ে নিশ্চয় ওরা তৈরী থাকবে।

রামলাল হেসে বললে—এটা নিশ্চয়ই একটা রাজনৈতিকে ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেটগুলি স্বাধীন হলেও তাদের অস্ত্রসম্ভার খুব বেশি নয়। তাই সরকারের বিরুদ্ধ পার্টি হয়তো কোনও বিদ্রোহ করার জন্যে এগুলো কিনছে। এরা গোপনে নানা দেশ বিদেশ থেকে এগুলো নিশ্চয়ই কিনেছে ব্লাকে—এবং তার চেয়েও অনেক বেশী দামে বিক্রী করছে।

হরেন বললে—তুমি এটা ভাবলে কি করে?

—তাছাড়া অন্য অর্থ হয় না এর। তবে আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না—কারণ আমাদের স্বদেশের কোনও ক্ষতি এতে নেই। আর আমার কাজ ত হলো প্লেনটা নিয়ে যাত্রা করা আর ওদের দেশে নামিয়ে দেওয়া। তারপর কি হবে না হবে, তা দেখতে যাব না।

বলে রামলাল মৃদু হাসলো।

তিন

ভয়াবহ চমক

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামলাল এক মাসের হোটেলের বিল অতিরিক্ত অগ্রিম মিটিয়ে দিয়ে এবং কয়েকটা খুচরা জিনিস কিনে ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুত হলে, বুধবার মধ্যরাত পর্যন্ত ওদের কোনও খবর বার্তা রামলাল জানতে পারলো না।

রামলাল হরেনকে বললে—সব উলটে গেল নাকি?

হরেন বললে—কে জানে? এত সব ঝামেলার মধ্যে কাজ আমি জীবনে কখনো করিনি।

—তা বটে। সত্যি বেশ জটিল কাজ বলে মনে হচ্ছে। কদিনের মধ্যে কোনও পাত্তাই নেই।

—যা হোক, আমরা ঠকিনি।

—বটে। দু'হাজার ত অগ্রিম পেয়েছি। কিছু না হলে এটাই লাভ।

খাওয়া দাওয়া করে দুজনে শুয়ে পড়লো।

হঠাৎ পাঁচটার সময়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল ফোনের শব্দে। রামলাল ফোন তুললো।

—হ্যালো কে কথা বলছেন?

—আমি অতীনলাল। আপনাদের গাড়ি হোটেলের সামানে পৌছে যাবে পনোরো মিনিটের মধ্যে। আপনারা রেডি ত?

রামলাল বললে—নিশ্চয়ই।

—ঠিক আছে। আপনারা মালপত্র সামান্য নেবেন। হোটেলের সামনে নীচে এসে দাঁড়ান। এক্ষুণি গাড়ি পৌছে যাবে। কালো গাড়ি।

—ও. কে।

—রামলাল ফোন রেখে দিল। হরেনকে বললে—চল্, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নে।

হরেন হেসে বলল—ঠিক আছে।

ওরা মালপত্র নিয়ে নীচে এসে দাঁড়ালো। হোটেলের দারোয়ানকে জাগাতে অসুবিধাও অবশ্য একটু হলো।

যা হোক, মিনিট দশেক পরেই একটা কালো রঙের গাড়ি এসে দাঁড়াল তাদের সামনে।

কিন্তু গাড়িতে অতীনলাল নেই। তার বদলে অন্য একজন লোক ড্রাইভ

করছে গাড়িটা। পেছনেও একজন মোটা মতো অজানা লোক বসেছিল।

সে বললে—উঠে আসুন।

রামলাল বললে—অতীনলাল কোথায় ?

—সে প্লেনের দিকে চলে গেছে। আপনারা উঠে আসুন।

রামলাল আর হরেন মালপত্র নিয়ে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বেগে গাড়ি ছুটে চলল।

গাড়ি চলেছিল দক্ষিণ দিকে। প্রায় এক ঘন্টারও কিছু বেশী সময় আঁকা-বাঁকা নানা পথে গাড়ি চললো। তারপর যে জায়গাতে এসে গাড়িটা থামলো, সেটাকে একটু জঙ্গলই বলা যায়।

জঙ্গলের একপাশে একটা নতুন বাংলোর মত তৈরী করা হয়েছে। এ অঞ্চলের আশেপাশে জনমানবের অস্তিত্ব নেই।

রামলাল দেখলো সেখানে একটা মাঝারি আকারের প্লেন দাঁড়িয়ে আছে।

ড্রাইভার তাদের তিনজনকে নামিয়ে দিয়েই গাড়ি নিয়ে ফিরে চলে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে যে মোটাসোটা লোকটি তাদের সঙ্গে এসেছিল সে বললে—একটু দাঁড়ান। আপনাদের ব্যাঙ্কের টাকার রসিদ ও ভোল্টের চাবিটা এক্ষুণি এসে যাবে।

বলতে বলতেই ওপাশের একটা গাছের আড়াল থেকে যে বেরিয়ে এলো, তাকে এখানে দেখবার আশা রামলাল করেনি।

সে হলো কৃষ্ণা রায় নামের সেই মেয়েটি।

কৃষ্ণা বললে—চলুন, রেডি ত ?

রামলাল বললে—অতীনলাল কোথায় ?

—তার কাজ শেষ। এবারে কাজ হলো আমার আর আমার এই সহকর্মীর। এর নাম জীবন পালিত।

রামলাল বললে—কিন্তু আমি যার সঙ্গে কথা বলেছি, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—ভয় নেই—এই নিন।

বলে কৃষ্ণা একটা ব্যাঙ্কের রসিদ আর একটা চাবি বের করে দিলে তার হাতে।

রামলাল দেখলে পরীক্ষা করে। রসিদটা ঠিক আছে, সেটা জাল নয়।

রামলাল বললে—ঠিক আছে।

—বেশ তবে এটা পকেটে রাখুন। চলুন, প্লেনটা চালাবার জন্যে চেষ্টা করুন।

সকলে গিয়ে প্লেনে উঠলো। রামলাল বসলো পাইলটের আসনে। তার পাশে হরেন।

রামলাল দেখলো, জীবন পালিতের হাতে একটা বেশ দামী পিস্তল। বোধ হয় ফরেনের তৈরী। কৃষ্ণার হাতেও একটা পিস্তল দেখা গেল।

রামলাল বললে—পিস্তল দেখাচ্ছেন কেন? আমি ত কিছু বুঝছি না।

—আমরা একজন সব সময় আপনার গার্ডে থাকবো—যাতে বেইমানী না করেন।

—তা করতে যাব কেন? আমার কাজ আমি ঠিকই করবো। শুধু অতীনলাল।

কৃষ্ণা বললে—একটু দাঁড়ান।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, একটা গাড়ি এসে থামলো। গাড়ি থেকে নামলো একজন লোক।

রামলাল চিনতে পারলো—সে অতীনলাল।

আচমকা কৃষ্ণা তার পিস্তলটা প্লেনের জানালার কাছে নিয়ে জানালা দিয়ে পর পর দুবার ফায়ার করল।

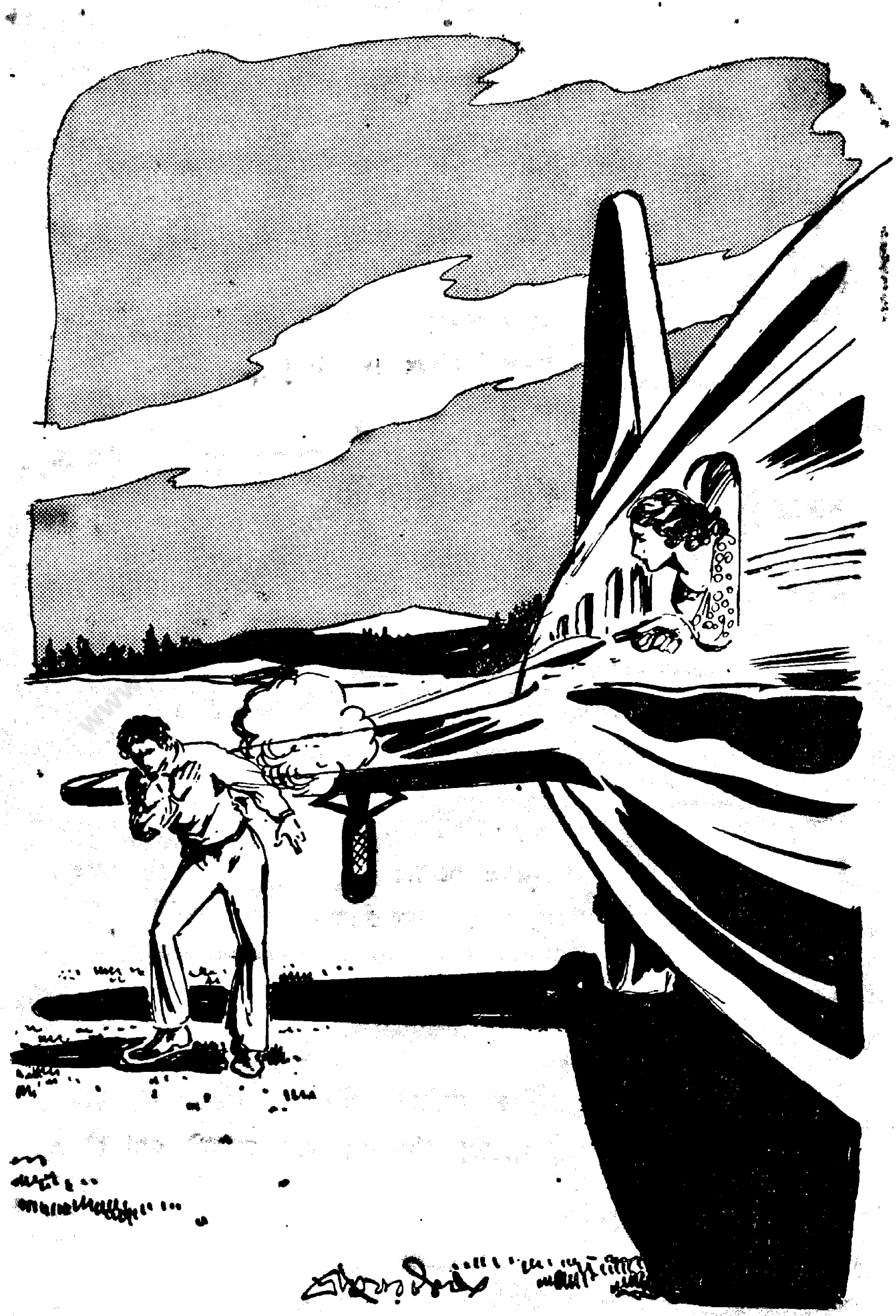

অতীনলালের গায়ে দুটো গুলিই বিদ্ধ হলো।

নির্ভুল লক্ষ্য !

অতীনলালের গায়ে দুটো গুলিই বিদ্ধ হলো।

অতীনলাল মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। তার জীবন শেষ !

রামলাল বললে—ওকে মারলেন কেন ?

কৃষ্ণা বললে—আমরা কাজের কৈফিয়ৎ দিই না। ও বিরাট বেইমানী করেছিল—তাই তাকে শেষ করলাম।

রামলাল বললে—বাঃ চমৎকার। আমাদের কাজের পর আপনারা যে আমাদেরও ঐ অবস্থা করবেন না, তার কি প্রমাণ ?

কৃষ্ণা বললে—বিনা কারণে কোনও কাজ করি না। ঐ অতীনলাল পুলিসে জানিয়েছে—হয়তো এক্ষুণি তারা এসে পড়বে। তাই তাড়াতাড়ি করুন। ধরা পড়লে আপনারাও বাদ যাবেন না।

কৃষ্ণা আর জীবন পালিত দুজনেই পিস্তল তুলল ওদের দিকে।

রামলাল বললে—আমাদের কৌশলে বেশ ফাঁদে ফেলেছেন দেখতে পাচ্ছি।

কৃষ্ণা বললে—ফাঁদে কোথায় ? টাকা ত পেয়ে গেছেন। তা ছাড়া সময়-মতো আমাদের পৌঁছে দিলে আরও পনেরো হাজার টাকা অতিরিক্ত দেবো। সেটা হলো বোনাস্। অতীনলালের চেয়ে কম দেবো না আমরা।

রামলাল বললে—ঠিক আছে। পুলিস আসার আগেই উড়তে হবে।

সে হরেনকে বললে—সব যন্ত্রপাতি ঠিক আছে ত ?

হরেন বললে—হ্যাঁ গুরু।

রামলাল দেখলো। প্লেনটিতে যাত্রীদের সীটগুলো সরিয়ে সব কাঠের বাক্স দিয়ে বোঝাই। প্রায় পনেরো কুড়ি বাক্স মাল বোঝাই করা হয়েছে প্লেনে।

সে প্লেনে স্টার্ট দিল।

কিছুটা দৌড়ে গিয়ে প্লেন ভূমি ত্যাগ করে সগর্জনে উড়লো আকাশের বুকে।

কিন্তু প্লেনটা একটু পুরোনো ধাঁচের। খুব বেশী স্পীড দিতে পারলো না রামলাল। মোটামুটি গতিতে প্লেন ছুটলো।

রামলাল ভাল ভাবে ম্যাপটা দেখে নিয়ে প্লেন চালাতে লাগল।

তারপর সে বললে, রুক্ষা দেবী, ওভাবে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকলে কাজে মন বসে না। ওটা নামান। আপনার ঐ সঙ্গী ওটা হাতে পাহারা দিক। আপনার সঙ্গে দু একটা কথা বলি ততক্ষণ।

রুক্ষা পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখলো।

রামলাল বললে—আমরা যেখানে ল্যাণ্ড করছি, এই রাজ্যটার নাম কি?

—ওটার নাম উগাণ্ডা রাজ্য।

—সেখানে মালটা নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

—বিপ্লবীরা এটা পেতে চায়—আবার রাজশক্তিও এটা পেতে চায়। এসব অস্ত্রের সেখানে খুব দাম।

—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সেখানে নামার সময় সংকেত পাব কি করে?

—আমাদের লোক অপেক্ষা করবে। সরকারী এরোড্রোমে নামব না আমরা। স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করা আছে—দেখতেই পাবেন।

চার

চক্রজাল

প্লেন যথাসম্ভব জোরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেও, স্পীড খুব বাড়লো না।

তখন প্লেন চলেছিল সমুদ্রের ওপর দিয়ে। রামলাল নিখুঁত ভাবে গতি নির্ণয় করে প্লেন চালাতে লাগল।

রামলাল চালাতে চালাতে ভাবতে লাগল নানা কথা। এই অতীনলাল ও তার সহকর্মী, এই কৃষ্ণা ও তার সহকর্মী, কে কোন্ দলে, কিছুই সে জানে না।

অতীনলাল কেন হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করলো? কেন সে হঠাৎ পুলিসে খবর দিল? না, এসব কি শুধু কৃষ্ণার ধাপ্পা?

কৃষ্ণার কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গী দেখে তাকে অতি রহস্যময়ী এক নারী বলেই মনে হয়।

অবশেষে সন্ধ্যার একটু পরে প্লেন এসে গেল তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

রামলাল বললে—গন্তব্যস্থান এসে গেছে—বেল্ট শক্ত করে বাঁধুন। আমাদের নামতে হবে এবার। কিন্তু নীচে ত কোনও সিগন্যাল দেখছি না। এদিকে আকাশে মেঘ, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

কৃষ্ণা চিন্তিত ভাবে বললে—ঠিকই দেখতে পাবেন—যদি বিভ্রাহ শুরু না হয়ে থাকে।

রামলাল পাক খেয়ে প্লেনকে নীচে নামিয়ে আনলো।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আশ্চর্য দৃশ্য।

দুদিকে দুই সারি লোক দাঁড়িয়ে। তারা একসঙ্গে বড় বড় টর্চ জ্বেলে সিগন্যাল দিল।

রামলাল প্লেন নামিয়ে ঠিক দুটি সারি টর্চের মাঝ দিয়ে ল্যাণ্ড করল।

প্লেন কিছুটা দৌড়ে এক সময় স্থির হলো।

কৃষ্ণা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। বললে—যাক, আর কোনও ভয় নেই। সব ঠিক আছে।

ওরা প্লেন থেকে নামার ব্যবস্থা করল।

তার আগে কজন লোক উঠে এসে মালগুলো নামিয়ে দুটো বড় লরীতে তুললো।

রামলাল, হরেন, কৃষ্ণা আর জীবন নেমে এসে একটা বড় গাড়িতে উঠলো।

কৃষ্ণা বললে—আপনার কাছ থেকে আর কোনও সাহায্য কি পেতে পারি রামলালবাবু?

রামলাল বললে—আমি আর কিছু করতে পারবো না। আমি এখন বিশ্রাম চাই।

অবশেষে একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা এসে থামলো। রামলাল আর হরেন নেমে পড়লো।

* * *

হোটেলটা হয়তো এই শহরের একটা বড় হোটেল—কিন্তু কোলকাতা, বোম্বে বা দিল্লীর বড় হোটেলের তুলনায় এমন কিছু বড়, তা নয়।

রামলাল দেখলো কাউণ্টারে একজন প্রৌঢ় কালো মত লোক বসে আছে।

চোখে মোটা চশমা, পরনে স্যুট।

রামলাল বললে—আমার নাম রামলাল, এর নাম হরেন। আমাদের জন্যে রুম বুক্ করা আছে কি?

—হ্যাঁ, পাঁচ নম্বর রুম আপনাদের জন্যে বুক্ করে রেখে গেছেন মিস্

www.boiRboi.blogspot.com

অ্যানি। তিনিই আপনাদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। তিনি বাইরে গেছেন—সব বলে গেছেন।

—খুব ভাল। চাবিটা দিন।

চাবিটা দিলে লোকটি তার হাতে তুলে। তারপর বললে—তা খাতায় দুজনে সই করুন।

রামলাল আর হরেন সই করলো খাতায়।

লোকটি বললে—দোতলায় উঠে বাঁ দিকের সারিতে তিনটি ঘর ছেড়ে আপনাদের ঘর।

—ঠিক আছে।

রামলাল আর হরেন মালপত্র নিয়ে এগিয়ে গেল।

দরজা খুলে অনেক কষ্টে আলো জ্বাললো। দেখতে পেলো, সেটা একটা মাঝারী আকারের ঘর। দুটো খাট পাতা, দুটো চেয়ার একটা টেবিল। ওদিকে একটা দেওয়াল আলমারি। কোণে একটা ফোন রাখা।

রামলাল বুঝলো, এই অঞ্চলে এটাই বিরাট বড় হোটেল।

তারা মালপত্র রেখে বিশ্রাম করতে লাগল। ফ্যানটা পুরো স্পীডে চালিয়ে দিল।

একটু পরে কফি ও জলখাবার এলো। টোস্ট, ওমলেট আর ওদেশী কিছু ফল।

সেগুলো খেয়ে নিয়ে এরা একটু ঘুম দেবে ভাবছে, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো হঠাৎ।

রামলাল রিসিভারটা তুলে ধরে বললে—হ্যালো—

ওপাশ থেকে ইংরেজীতে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো—আমি মিস্ অ্যানি কথা বলছি। আপনাদের দেখাশুনার ভার আমার। কিন্তু আমি যেতে পারিনি। আপনি একবার দয়া করে আসবেন কি—বিশেষ প্রয়োজন।

—কোথায় ?

—কাছেই ! তেরো নম্বর পার্কসাইড লেন। হোটেল থেকে উত্তরে গিয়ে খোঁজ করতে হবে।

—কি ব্যাপার বলুন ত ?

—জরুরী কাজ না হলে আপনাদের বিরক্ত করতাম না। আপনাদের কাজকর্ম আজই ফাইনাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

—ভাল কথা। আমি আসছি।

—আর একটা কথা—সাবধানে থাকবেন। শত্রুপক্ষের নজর যে পড়বে না, এমন কথা নেই।

—ঠিক আছে।

ফোন নামিয়ে রেখে রামলাল বললে—উঃ, কে যে শত্রু, কে যে মিত্র কিছুই বুঝছি না।

—তা বটে। বললে হরেন।

রামলাল বললে—হরেন, তোকে এ ঘরে একা রেখে যাব না—কারণ, এই নম্বরে আমরা আছি, যে কেউ জানতে পারে।

পাশাপাশি তিন চারটি ঘর সব মেম্বার বোঝাই। শেষে কোণে একটা ছোট খালি ঘর মিললো। রামলাল দেখলো সেটা চৌদ্দ নম্বর।

রামলাল বললে—হরেন তুই দরজা বন্ধ করে এখানে বিশ্রাম কর। কেউ ডাকলেও খুলবি না—শুধু ভেতর থেকে ধমক দিবি। ব্যস। আমি শীগগির ফিরছি।

নিজেদের ঘরে তালা দিয়ে চাবিটাও সে হরেনকে দিয়ে দিল।

তারপর নীচে নেমে এলো। ব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের করে সঙ্গে নিলো।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললে—কি খবর ?

রামলাল বললে—শহরটা কি রকম, তা একটু ঘুরে দেখে আসি স্যার।

এই বলে রামলাল পথে বেরিয়ে পড়লো।

পাঁচ

নতুন অভিজ্ঞতা

রাত তখন প্রায় নটা হবে।

কিন্তু এর মধ্যেই এই শহরের পথঘাট একদম ফাঁকা। পথে একটা লোকও চোখে পড়ে না।

উত্তর দিকে দশ পনেরো মিনিট হাঁটবার পর পথ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

রামলাল তাকিয়ে দেখলো ডানদিকে পথটা বেশীদূর যায় নি ; কিন্তু বাঁদিকে অনেকটা দূরে একটা পার্ক মতো দেখা যাচ্ছে।

রামলাল বাঁ দিকে চললো।

আরও মিনিট দশেক চলার পর সে পার্কের কাছে এলো। পার্কসাইড লেনটাও চোখে পড়লো তার একটু খুঁজতেই।

রামলাল গলিটার মধ্যে প্রবেশ করলো সেটাও দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে গেছে।

প্রায় পাঁচ ছ মিনিট পরে সে তেরো নম্বর বাড়িটা খুঁজে পেল।

দোতলা ছোট্ট বাড়িটা। অনেকদিনের পুরোনো বলে মনে হলো।

মেইন গেট খোলা। কিন্তু সব কটা ঘর অন্ধকার—মাত্র একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

রামলাল ভেতরে ঢুকলো।

তারপর দোতলায় উঠে যে ঘরে আলো জ্বলছিল সেই ঘরটির সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো।

দরজাটা ভেজানো ছিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। রামলাল ভেতরে প্রবেশ করলো।

ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপরে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে শুয়ে আছে। চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটি।

রামলাল ভাবলো, এই বোধ হয় সেই মেয়েটি—অর্থাৎ মিস্ অ্যানি।

রামলাল ডাক দিলে—মিস্ অ্যানি—শুনুন—

মিস্ অ্যানি তবু যেন ঘুমিয়েই আছে।

রামলাল আবার জোরে জোরে ডাক দিলে—মিস্ অ্যানি, শুনুন—

তবু কোনও সাড়া নেই।

রামলাল তার গায়ে হাত দিলে। তারপরই চমকে উঠল। খাটের উপরে মিস্ অ্যানি ঘুমিয়ে নেই—আসলে সে মারা গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার লোকদের এবং আমেরিকার লোকদের একটি প্রিয় অস্ত্র হলো 'বোলা'। উপযুক্ত হাতে পড়লে—এটি বন্দুকের থেকেও মারাত্মক।

এতে কোনও শব্দ হয় না। দুটি সীসার বল প্রচণ্ড জোরে এটা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া যায়। এটি গলা লক্ষ্য করে মারা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এটি গলাকে ভেঙে দেয় বা দম বন্ধ করে দিয়ে লোকটিকে মেরে ফেলে।

বোলা দিয়েই এই মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে।

রামলালের মুখ দিয়ে বিস্ময়ে কোনও কথা বের হলো না। সে যেন হতভম্ব হয়ে গেছে।

* * * *

—পিস্তলটা পকেট থেকে বের করে মেঝেতে ফেলে দাও! পেছন থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

রামলাল ডাক দিলে—মিস অ্যানি শুনুন—

রামলাল চমকে পেছনে তাকালো।

স্টেন্‌গান তার দিকে উদ্যত করে দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘকায় কালো মতো লোক।

রামলালের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল।

সে পিস্তলটা পকেট থেকে বের করে মেঝেতে ফেলে দিলে।

—তুমি বেশ বুদ্ধিমান লোক। এবারে সামনে এগিয়ে ডান দিকে ঘোরো। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলো।

—তাতে কি প্রয়োজন? রামলাল হেসে বললে—তাতে কি লাভ? তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে মেরে ফেললেই ত পারো। যেমন দেখলাম অতীনলালকে মেরেছে তোমাদের একজন। সে বোধহয় তোমাদের প্রেসিডেন্টের লোক ছিল—তাই না? তোমরা বোধ হয় বিপ্লবী—

—সে কথার প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণা দেবী তার কাজ ঠিক করেছেন। তোমাকে আমরা মেরে ফেলতে পারতাম—কিন্তু কৃষ্ণা দেবীর কথা শুনে তা করিনি। যাক্, তোমার সঙ্গে কিছু কাজ বাকি আছে। যা বলছি, তা করো।

বাধ্য হয়ে রামলাল চলতে লাগল। নীচে নেমে আসতেই একজনকে একটা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এই লোকটা একটু বেঁটে—হরেনের মতো পাঁচ ফুট উঁচু হবে।

লম্বা লোকটা বন্দুক ধরে থাকলো। বেঁটে লোকটা দরজা খুলে দিলো।

তারপর তারা গাড়িতে উঠে বসলো। বেঁটে লোকটি গাড়ি চালাতে লাগলো। লম্বা লোকটি বন্দুক চেপে ধরে থাকলো রামলালের পাঁজরে।

আঁকাবাঁকা পথে প্রায় আধ ঘণ্টা গাড়ি চললো। তারপর একটা বাড়ির থেকে কিছু দূরে একটা বাগানে এসে গাড়িটা দাঁড়াল।

ওরা নামলো।

রামলাল চললো আগে আগে—লম্বা লোকটি পেছনে। ঐ বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলো তারা।

* * * *

একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রামলাল দেখলো কৃষ্ণা সেখানে বসে আছে।

রামলালের সঙ্গী লম্বা লোকটা বললে—এবারে বোসো।

রামলাল বসলো।

লম্বা লোকটি বললে—আমি বিপ্লবী দলের নেতা ফুমিয়াং। বিপ্লব সফল হলে আমিই হবো নতুন প্রেসিডেন্ট। এখন শোনো, তোমাকে আমরা অ্যানির হত্যার দায়ে পুলিসে দিতে পারি। কিন্তু তা দেবো না। বরং কৃষ্ণার কথামতো কাজ করবে। তোমার হোটেলে তুমি সোজা ফিরে যাবে। তারপর পরবর্তী প্লেনেই ফিরে যাবে ভারতে। এখনকার সব কথা তুমি ভুলে যাবে। রাজী ?

রামলাল বললে—এখনকার প্রেসিডেন্ট কে আমি জানি না। তুমি হলে যে তাতে কি সুবিধে হবে তাও বুঝি না! তবে তোমার মতো প্রেসিডেন্ট আমার পছন্দসই নয়। সে যা হোক, বর্তমানে আমি এখানে এসে কেন কি হচ্ছে, তার কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝে কোনও লাভও নেই।

কৃষ্ণা বললে—প্লীজ, এঁরা যা বলছেন, তা করুন, অনর্থক বিপদ বাড়াবেন কেন ?

—সব বুঝলাম। বাধ্য হয়ে তাই করতেই হবে। তাছাড়া আমার এখানে থেকে লাভই বা কি ?

ফুমিয়াং বললো—কাল সকালের প্লেনে তোমরা চলে যাবে, তা না হলে তোমার বিষয়ে পুলিসে জানানো হবে।

—কিন্তু আমার পনেরো হাজার টাকা—

—তোমার হোটেলে ঠিক পৌঁছে দেওয়া হবে।

—ঠিক আছে। তাহলে বিদায়—

ফুমিয়াং বললে—ঐ বেঁটে লোকটি আমার দলের কর্মী। সে তোমাকে সোজা হোটেলে পৌঁছে দেবে।

রামলাল বিদায় নিয়ে বাইরে এলো। তারপর সে ঐ গাড়িতে এসে উঠলো।

বেঁটে লোকটি বললে—তোমাকে শেষ করে ফেলাই উচিত ছিল। কিন্তু স্যারের ইচ্ছা,……এখন ওঠো গাড়িতে।

রামলাল দেখলো লোকটার কোমরেও একটা পিস্তল আছে।

লোকটি দ্রুত গাড়ি চালাতে লাগলো।

কিন্তু সে সামান্য কিছুটা যেতেই হঠাৎ রামলাল তার ওপর আচমকা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার পিস্তলটা কেড়ে নিলে।

তারপর সেটা তার দিকে উঁচিয়ে বললে—গাড়ি থামাও।

লোকটা বিস্মিতভাবে গাড়ি থামালো।

রামলাল বললে—তোমাকে এক্ষুণি মেরে ফেলতে পারি। তবে তা করবো না, যদি কয়েকটি কথার উত্তর দাও।

—কি কথা ?

—অতীনলালকে মেরে ফেলা হলো কেন ?

—সে ছিল দুমুখো—আসলে সরকারের স্পাই।

—আর ঐ মেয়েটি—অ্যানি……

—সেও ছিল ঠিক তাই।

—ফুমিয়াং তাহলে চূড়ান্ত নির্দয় লোক। ভাল কথা, কবে বিপ্লব শুরু হবে ?

—যেদিন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হবে, সেদিনই—

—সেটি কবে ?

—সেটি বলতে পারবো না—

—তবে তুমি মরবে—

—আচ্ছা বলছি স্যার। দুদিন পরে প্রেসিডেণ্ট আসবেন এই শহরে। এখানে বিরাট উৎসব সভা হবে। বহু লোক আসবে। সেই দিনই—

—আর কিছু জান ?

—না স্যার।

রামলাল বললে—যাও, গাড়ি থেকে নেমে যাও।

লোকটি নেমে গেল।

মাথার উপরে হাতে তুলে চলে যাও সোজা—

লোকটা চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রামলাল পূর্ণ গতিতে গাড়িটা চালিয়ে দিলে।

রামলাল জানে লোকটা আড্ডায় পৌঁছতে পারে। এ কথা বলে দিতেও পারে। তাকে সাবধানে চলতে হবে অবশ্যই।

রামলাল ভাবতে লাগল—সে হঠাৎ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এদের দলের বিরুদ্ধে গেল কেন ?

তৎক্ষণাৎ তার মনে হলো—প্রেসিডেণ্টের হত্যাকাণ্ডে তার মনের দিক থেকে কোনও সমর্থন নেই।

কিন্তু তার করারও কিছু নেই—তার কারণ হলো, তাকে সত্বর শহর ছেড়ে হয়তো চলে যেতে হবে।

ছয়

হত্যাকারীদের বিপক্ষে

রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ রামলাল হোটেলে ফিরে এলো। ফেরার আগে সে গাড়িটাকে খুব সাবধানে লুকিয়ে রেখে এলো। একজন ধনী লোকের মোটর ড্রাইভারকে কিছু টাকা দিয়ে হাত করে সে এই ব্যবস্থা করলো।

কিন্তু রামলাল সবচেয়ে আশ্চর্য হলো এই ভেবে যে, পথে সে একটাও জনপ্রাণী দেখতে পেলো না।

হোটেলে ফিরে দেখে বুড়ো ম্যানেজার তার ডেস্কে বসে ঢুলছে।

রামলাল তাকে ডাকতেই সে চোখ মেলে তাকালো।

রামলাল বললে—কি ব্যাপার, আপনাদের এখানে পথে-ঘাটে একটাও লোকজন নজরে পড়লো না। এর কারণ কি?

ম্যানেজার বললে—তা জানেন না? এখানে এখন তিন দিন প্রত্যেকে বাড়িতে বাড়িতে উপাসনা করে। কেউ পথে বের হয় না। দুদিন পরে প্রেসিডেন্ট আসবেন। তখন উৎসব হবে।

—তা ভাল।

তারপর লোকটি বললে—স্যার, আপনাকে দেবার জন্যে একজন লোক এসে এটা দিয়ে গেছে।

লোকটা একটা মুখবন্ধ ভারী খাম তুলে দিল রামলালের হাতে।

রামলাল বললে—ঠিক আছে।

তারপর সে গেল চৌদ্দ নম্বর ঘরের কাছে। কড়া নাড়ল।

ভেতর থেকে হরেন বললে—কে?

—আমি রামলাল—দরজা খোল।

একটু পরে হরেন দরজা খুললে।

রামলাল খামের মুখটা খুললো। তার মধ্যে দেখা গেল পুরো পনের হাজার টাকা। সব একশো টাকার নোট। অবশ্য তা বিদেশী টাকা—তবে ভারতে এনে পালটে নেওয়া যাবে।

রামলাল বললে—যাক, ওরা কথা ঠিক রেখেছে—যদিও ওদের কাজকর্ম আমার পছন্দ হচ্ছে না।

—কেন ?

—গিয়ে দেখি মেয়েটিকে ওরা হত্যা করেছে। ওরা প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত হত্যা করতে চায়। ওরা বলছিল আমিই নাকি মেয়েটিকে মেরেছি—তাই আমাকে পুলিসে দেবে।

—তাহলে আমরা এখান থেকে চলে যাই।

—তা ত যাব—এবং এখনই।

—কি করে ?

—আমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলেছি ওদের একজন লোককে ভয় দেখিয়ে। তাতে চেপে পালাতে হবে।

—তা ত ভাল কথা। তবে চল।

—হ্যাঁ, মালপত্র যা আছে সব থাক। পিস্তল আমি একটা যোগাড় করেছি। তুই একটা নিয়ে নে ব্যাগ থেকে। ব্যস্, টাকা পেয়ে গেছি। এবার গাড়ি নিয়ে ভাগতে হবে। এখানে এক মুহূর্ত নয়·····

—তা বটে। চল্।

দুজনে দুমিনিটে তৈরী হয়ে হোটেলের কাউন্টারে এসে বলল—আমাদের টাকা-পয়সা সব পেয়েছেন ত ?

লোকটি বললো—হ্যাঁ—

—তাহলে আমরা একটু ঘুরে আসি।

বলে তারা নেমে গেল নীচে।

কিন্তু হোটেলের বাইরে পথে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দুপাশ থেকে দুটি টমিগান তাদের দিকে উদ্যত।

রামলাল ও হরেন থমকে দাঁড়াল।

রামলাল দেখলো একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স প্রায় বছর সাতাশ—মেয়েটির চেহারা হুবহু একটু আগে দেখা মৃত সেই সুন্দরী অ্যানির মতো। তবে পার্থক্য এই যে এ মৃত নয়।

লোকটি বললে—আমরা ঠিক সময়ে এসেছি। তা আপনারা চলে যাচ্ছিলেন কেন ?

রামলাল বললে—জায়গাটা মোটেই ভাল লাগছে না। এখানকার আবহাওয়া যেন বিষাক্ত।

—তোমরা অ্যানিকে খুন করেছো। তোমরা অস্ত্র তুলে দিয়েছো সব বিপ্লবীদের হাতে—যা আমাদের হাতে আসার কথা ছিল।

—যা করেছি অন্যের হাতের ক্রীড়নক হয়ে। তা তুমি কে?

—আমি ভারলো। এখানকার আইন-শৃঙ্খলার পক্ষের লোক। তোমরা যা করেছো, তার শাস্তি মৃত্যু। অ্যানিকে খুনের জন্যেই তোমাকে গুলি করা উচিত আমার। যাক, তোমাদের কাছে কি আছে দেখি।

ভারলো টমিগান ধরে থাকলে—মেয়েটি সার্চ করে দুটি পিস্তল আর নোট বোঝাই খামটা বের করলে।

মেয়েটি বললে—যাক, আপনার নাম শুনেছিলাম—এবার দেখে ধন্য হলাম।

—কিন্তু আপনার নামটা জানা হয়নি এখনো।

—আমার নাম কার্লা।

—বাঃ, বেশ নাম। আপনিও বেশ কাজের মেয়ে।

অন্য লোকটি বললে—তোমরা বেশি কথা বলো না। তোমরা এখন বন্দী। এগিয়ে চলো। ঐ গাড়িতে ওঠো।

ওরা গাড়িতে উঠলো। মেয়েটি গাড়ি চালাতে লাগলো। তার পাশে বসলো রামলাল আর হরেন। পেছনে টমিগান উদ্যত করে বসে থাকলো ভারলো।

একটু পরে একটি বাড়ির মধ্যে গাড়িটা ঢুকলো। আরও দু চার জন লোককে দেখা গেলো। দুজন এগিয়ে এলো। তাদের হাতে বন্দুক।

রামলাল অবাক্ হলো।

এই অঞ্চলে শহরবাসীদের প্রায় সকলের হাতে পিস্তল বা বন্দুক দেখা যায়।

রামলাল আর হরেনকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো।

চারজনে তাদের ঘিরে বসলো। একজন বন্দুক উঁচিয়ে থাকলো। চারজন হলো—ভারলো, কার্লা আর তাদের দুজন সঙ্গী।

ভারলো বললে—আমি তোমার বিষয় চিন্তা করলাম রামলাল। তুমি একটা কাজ করো—

—কি কাজ—

—তুমি দুটি সুবিধা পাবে—তার মধ্যে একটা বেছে নাও !

—কি রকম ?

—হয় তুমি আমাদের হয়ে বিপ্লবীদের হাত থেকে অস্ত্রের লরী দুটো উদ্ধার করে নিয়ে আসবে—অন্যথায় তোমরা দুজনে মৃত্যু বরণ করবে। অবশ্য বিপ্লবীদের হাত থেকে অস্ত্র উদ্ধার করতে চেষ্টা করলে, আমার দুজন লোক তোমাকে সাহায্য করবে। এখন বলো তোমরা কি করতে চাও ? তোমরা কোন্ রাস্তা বেছে নেবে, তা এক্ষুণি বলে দিতে হবে।

রামলাল বললে—তুমি কোন্ দলে, তা আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারবো কি করে ? তুমি যদি সত্যি আইন রক্ষার দলের, তা হলে ত এক্ষুণি মিলিটারী বা পুলিস দিয়ে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করতে পার।

ভারলো বললে—তাহলে প্রথমতঃ আমাদের মূল্য প্রমাণিত হবে না—আর দ্বিতীয় কারণ হলো সরকার অত সহজে আমাদের কথায় বিশ্বাস করে হয়তো এত বড়ো একটা অভিযান চালাতে রাজী হবে না।

—তা হতে পারে বটে ! কিন্তু আমি তোমাদের সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—আমাকে এর মধ্যে কেন···

—কারণ তুমি যেভাবেই হোক এসে পড়েছো এ দেশের রাজনীতির মধ্যে এবং আমারও উচিত তোমাকে এখুনি শেষ করা। তবে যদি তুমি দল পালটে কাজ করো—তবে লাভ করতে পারবে···

—কি লাভ ?

—প্রথমতঃ জীবন ফেরত পাবে—যদি অবশ্য বেঁচে ফিরতে পারো। তার সম্ভাবনা খুব অল্প। দ্বিতীয়তঃ এই পনেরো হাজার টাকা ফেরত পাবে। এ টাকা ছাড়া তোমরা যাতে মোটা পুরস্কার পাও তারও ব্যবস্থা করব। সেই সঙ্গে আমরাও পুরস্কৃত হবো।

রামলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—কিন্তু সে সব ত সম্ভব হবে আমরা সফল হলে ? তা না হলে ত মৃত্যু···

—তবে বীরের মতো মৃত্যু।

—তোমার দেশের জন্যে মৃত্যু তোমার কাছে বীরত্বের হতে পারে, আমার কাছে নয়। আমার কাছে বড় আমার দেশ।

—যা হোক্, তুমি কোন্ প্রস্তাবে রাজী ?

রামলাল বললে—স্বাভাবিকভাবে দ্বিতীয়টাতেই রাজী হবো। তা তুমিও বেশ ভাল করেই জানো।

—তা ত জানি।

—আচ্ছা লরী দুটো আছে কোথায় ?

—শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে পাহাড়ের ধারে একটা ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। বর্তমানে সেটা কিনে ওরা গোপন ঘাঁটি করেছে। কিন্তু ঐ আস্তাবলের চারদিকে সশস্ত্র প্রহরী আছে—মোট অন্ততঃ দুডজন লোক নানাভাবে ছড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। লরী বোঝাই অস্ত্রগুলো দখল করে আনার পথে তোমাদের জীবন বিপন্ন হবে ঠিক, তবে ওখানকার অনেক পথঘাট এবং কৌশল জানে আমাদের এই দুজন লোক—মীর্জা আর কার্সো। এরা তোমাদের সঙ্গে যাবে —সব রকম সাহায্য করবে দেশের জন্যে।

কার্লা কণ্ঠস্বর নরম করে বললে—যদি তোমরা সফল হয়ে ফিরতে পারো তবে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যাতে বীরের সম্মান পাও···

রামলাল বললে—বাজে বকো না কার্লা। সম্মান ও অর্থ পেলে তা পাবে ভারলো আর তুমি। আমরা শুধু বড় জোর একটা রুপোর মেডেল বা দশ বিশ হাজার টাকা পাব—কিন্তু প্রাণ বিপন্ন করবো আমরাই। আমার বুঝতে কিছু বাকী নেই কার্লা। তোমরা সরকারের কাছে হিরো সাজবার জন্যে এ কাজ করছো—কিন্তু আসলে একটা কথা আমি বুঝছি না।

—কি কথা ?

—তোমাদের দেশে কে যে বর্তমানে কোন্ দলে তা বোঝা বড় কঠিন। কেননা, অতীনলাল আর মিস্ অ্যানি বিপ্লবী দলে ছিল—পরে তারা সরকারী স্পাই বলে বিপ্লবীরা তাদের সরালো। তবে এটা মনে হয় সত্যি যে কৃষ্ণার সঙ্গে যাকে দেখেছি সেই লম্বা লোকটা বিপ্লবীদের নেতা। তার কারণ সে

পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চায়। যদিও লোকটার মধ্যে খুব পদার্থ আছে বলে আমি মনে করি না। যাক্, জায়গাটার নাম কি ?

—মন্‌ট্রিভালি।

—আর বিপ্লবীদের ঘাঁটির নাম কি ও কোন্ দিকে ?

—ওরা কিলট্রি। পাহাড়ের ধারে—দক্ষিণ দিকে মাইল দশ বারো পথ দূরে সেটা।

—ঠিক আছে—আজকের মতো একটু বিশ্রাম চেয়েছিলাম। তা আর হলো না। এখন ভাল একটু ব্রাণ্ডি যদি দাও—

—নিশ্চয়—

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাণ্ডি এসে গেল। সেটা খেয়ে নিয়ে রামলাল ও হরেন উঠে দাঁড়ালো। বললে—তবে আমরা এবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত। তাছাড়া উপায় যখন নেই। সেই প্লেনে ওঠার পর থেকে অন্যের কথামতোই কাজ করে যেতে হচ্ছে আমাদের।

রামলাল একটা গাড়িতে উঠল। পাশে বসলো হরেন। পেছনে পিস্তল ও টমিগান হাতে তাদের গার্ড দিয়ে বসলো মীর্জা ও ফার্সা। ভারলো বললে—তোমাদের সাফল্য কামনা করি।

কার্লা একটা চোখ একটু ছোট করে হেসে বললে—গুড্‌বাই মিস্টার, আবার আপনাকে দেখবার আশা রাখি।

রামলাল বললেন—নিশ্চয়ই……

রামলাল ও হরেনকে তাদের পিস্তল দুটো ফেরত দেওয়া হলো।

রামলাল গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

গাড়ি ছুটে চললো পূর্ণ গতিতে দক্ষিণ দিকে।

রামলাল বললে—তোমরা সব সময় তৈরী থেকো। আর কোথায় থামতে হবে বলো। যেন কোন ও ভুল না হয়।

মীর্জা বললে—কোনও ভয় নেই বন্ধু—তখন থেকে তোমরা ঠিক আমাদের দলের মতোই। সরকারী দল নিশ্চয়ই বেসরকারীদলের থেকে ভালো। কি বলো ?

রামলাল হেসে বললে—আমার কাছে যদিও সবই সমান—তবু দেশের সরকারী দলকে আমি সব সময় ভালবাসি।

সাত

অজানা বন্ধু

দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে এনে গাড়িটা দাঁড় করালো রামলাল।

রাত তখন কটা হবে, তা রামলাল বলতে পারে না। তবে নিশ্চয় দুটো বেজে গেছে।

রামলাল গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতেই মীর্জা বললে—এবার আমাদের এগোতে হবে খুব সাবধানে—পায়ে চলার পথ ধরে। যেন কোনও শব্দ না হয়। ওদিকে গাড়ি নিয়ে গেলে তাকে ওরা ঝাঁঝরা করে দেবে গুলির আঘাতে।

—তা বটে। পথ ভাল চেনো ত?

—নিশ্চয়। সব প্ল্যান তৈরী।

চারজনে এগিয়ে চললো। খুব নিস্তব্ধ তাদের গতি।

প্রায় আধমাইল পথ পায়ে হেঁটে এগোবার পর দেখা গেল একটা অচেনা লোককে এগিয়ে আসতে। নিশ্চয় ওদের লোক।

চারজন থমকে আড়ালে দাঁড়াল। লোকটা কাছাকাছি আসতেই ফার্সো তার হাতের 'বোলাটা' ব্যবহার করলে। নির্ভুল হাতের লক্ষ্য। লোকটা চলতে চলতে গলায় হাত দিয়ে হঠাৎ বসে পড়লো। তার পরেই সব শেষ।

আবার চললো চারজন। মীর্জা ফিসফিস করে বললে—ফার্সোর বোলার লক্ষ্য নির্ভুল। কখনো তা ফসকায় না।

অনেকটা এগোবার পর দেখা গেল একটা গেট। বিরাট উঁচু গেট সেটা। তার চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এখানে এমনি গেট আরও কটা আছে।

দুজন রক্ষী রাইফেল হাতে গেট পাহারা দিচ্ছে।

দুপাশ থেকে এগোল মীর্জা এবং ফার্সো। আচমকা দুজনের ওপর পিছন থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাদের পিঠে বন্দুক চেপে ধরে ধীরে বললে—নড়লেই মৃত্যু।

দুজনে স্তব্ধ হলো।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের বাঁট দিয়ে দুজনের মাথায় এমন প্রচণ্ড আঘাত করা হলো যে, তারা নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়লো। তাদের হাত পা মুখ বেঁধে ভেতরে প্রবেশ করে মার্জারের মতো শব্দহীন গতিতে চললো ওরা চারজন।

ফার্সো তার হাতের বোলাটা ব্যবহার করলে।

ঠিক আস্তাবলটার কাছে আসতেই আবার দেখা গেল সেখানে তিনজন পাহারা দিচ্ছে।

একই ভাবে ফার্সোর নিঃশব্দ বোলার ঘায়ে মাঝের জন যখন লুটিয়ে পড়ল তখন তাকে দেখতে ঝুঁকে পড়ল অন্য দুজন।

সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিঠে বন্দুক চেপে ধরলো ফার্সো আর মীর্জা। রামলাল আর হরেন বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাদের অজ্ঞান করে ফেললো নিমেষের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে সব পথ মুক্ত।

রামলাল আর হরেন ভেতরে গিয়ে দুটি লরীতে উঠে স্টার্ট দিল। তাদের পাশে বসলো মীর্জা আর ফার্সো।

কিন্তু লরী দুটো স্টার্ট দিয়ে আস্তাবল থেকে বাইরে আসতেই কোণের দিকে প্রাচীরের উপরে জ্বলে উঠল একটা সুতীব্র সার্চলাইট।

সার্চলাইটের আলো একবার চক্কর খেয়ে গেলো চারদিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিকে ছুটে এলো কয়েকটা গুলি।

কিন্তু যেদিকে থেকে গুলি এলো সেদিকে মীর্জা আর ফার্সো ফায়ার করল। আর রামলাল আর হরেন গাড়ি ছুটিয়ে দিলে উলটো দিকে।

কিন্তু সার্চলাইটের আলো আবার এসে পড়লো তাদের ওপর আর পিছন দিক থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এলো তাদের লরীর দিকে।

লরী দুটি পিছন দিকে সুরক্ষিত—তাই গুলি লেগে কোনও ক্ষতি করতে পারলো না।

কিন্তু গেটের সামনে আসতেই ওরা দেখলো খোলা দরজার মুখে প্রায় সাত আটজন পিস্তল ও টমিগান হাতে দাঁড়িয়ে।

এদিকে কে যেন একটা অজানা স্থান থেকে গুলি ছুড়লো সার্চলাইট লক্ষ্য করে। সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।

ফার্সো বললে—আশ্চর্য ত……

রামলাল ভাবলো, বোধহয় ভারলো গোপনে আরও লোককে এখানে কাজে লাগিয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য।

রামলাল দেখলো অন্ধকারে সামনে থেকে গুলি চালালেও তাদের বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই হবে।

রামলাল ছিল আগের লরীতে পেছনে হরেনের লরী।

রামলাল বললে—টপ্ গীয়ার···লাষ্ট চান্স।

সার্চলাইটটা না থাকায় তাদের এখন সুবিধা।

রামলাল টপ্ গীয়ারে গাড়ি চালাল।

সামনে থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এলো—তার একটা লাগলো মীর্জার বুকের ডান পাশে, একটা রামলালের বাঁ কাঁধে, একটা ফার্সোর মাথায়। কেবল হরেনের গায়ে গুলি লাগলো না।

কিন্তু গুলি লাগলেও ব্রেক না কষে ফুল স্পীডে গাড়ি চালালে ওরা।

লরীর ধাক্কায় সামনের লোকগুলো গুলি করার পরই ছিটকে পড়লো—কেউ চাপা পড়লো।

আর সেই গেট দিয়ে লরী দুটো বাইরে বেরিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে শুরু করলো।

রামলালের কাঁধের শার্ট রক্তে ভিজে উঠলো।

ওদিকে মীর্জা গোঙাচ্ছে।

ফার্সো ত গুলি খেয়ে মারাই গেছে।

আর প্রচণ্ড বেগে ছুটে চললো দুটি লরী উত্তর দিকে।

পিছনে একটা গাড়ি ছুটে আসছে।

কিন্তু কিছুটা আসার পর একটা বন্দুকের শব্দ হলো। কোন অজানা বন্ধু সার্চলাইটটা গুলি করে ভেঙে ফেলার পর বোধ হয় তাদেরই একজন পেছনের গাড়ির ড্রাইভারকেও গুলি করে হত্যা করেছে।

মীর্জা বললে—চালাও বন্ধু—আমরা জিতেছি, উই উইন্···

রামলাল বললে—নেহাৎ লাক্—তা ছাড়া আর কি···

প্রাণপণে গাড়ি চালিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে তারা এসে উপস্থিত হলো ভারলোর আড্ডায়।

* * * *

ছুটে এলো ভারলো আর কার্লা। সঙ্গে আরও ক'জন।

ভারলো বললে—ভেরী গুড, তোমরা জিতেছো। তোমরা এখন তাহলে হিরো। কন্‌গ্র্যাচুলেশন!

রামলাল বললে—কিন্তু ফার্সো নিহত। আমি আর মীর্জা আহত। শীগ্‌গির ব্যবস্থা করো।

মীর্জাকে ধরে নামানো হলো। রামলালের আঘাত কম। সে নিজেই নামলো।

ভারলো বললে—আমরা খুব দুঃখিত যে আমাদের একজন প্রিয় ও বিশ্বস্ত সহকারীকে হারাতে হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এসে গেলো। দুজন ডাক্তার রেডি ছিল।

রামলালের বাঁ কাঁধের সামান্য চামড়া ছিঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। মীরজার বুকের ডান দিকের বুকের চামড়া ছিঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে, একটা হাড় একটু জখম হয়েছে—তবে প্রাণের ভয় নেই।

তাদের ভালভাবে ড্রেস করিয়ে দিয়ে ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে গিয়ে বেডে শুইয়ে দেওয়া হলো।

ভারলো বললে—আমি এখন যাচ্ছি আমাদের পুলিস কোয়ার্টার্সে। রামলাল তোমার টাকা এই নাও। এখন আমি চেষ্টা করবো যাতে তুমি আরও ভাল পুরস্কার পাও।

রামলাল বললে—সে তোমার দয়া ভাই। এখন আমাকে একটু ব্রাণ্ডি দাও।

—ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি।

বলে ভারলো বেরিয়ে গেলো।

কার্লা প্রবেশ করলো ব্রাণ্ডি নিয়ে। হেসে বললে—মিষ্টার, আমি চিরদিন বীরদের পছন্দ করি।

—ধন্যবাদ সুন্দরী। তবে তোমাদের, মানে মেয়েদের আমি ভয় করি।

—কেন?

—তোমার মত একটা মেয়ের পাল্লায় পড়েই আজ এদেশে এসে আমার এই দশা।

—তাতে কি? তোমার আঘাত গুরুতর নয়। দু একদিনেই ভাল হয়ে যাবে।

—ঈশ্বর জানেন। তবে আমি কালকেই এদেশ ছেড়ে চলে যেতে চাই। আর নয়…

—ঠিক আছে—তবে তোমাকে আমি জীবনে ভুলবো না।

—কিন্তু একটা কথা কার্লা—

—বলো—

—এখন তুমি আছো আর আমি—তৃতীয় লোক নেই, তাই বলছি। যে অ্যানি সন্ধ্যাবেলা আমাকে ফোনে ডেকেছিলো, তার কণ্ঠস্বর আর তোমার কণ্ঠস্বর এক…

—আরে আমরা যে যমজ বোন। দেখো না, দু'জনের চেহারাও প্রায় এক।

রামলাল বললে—তা বটে। কিন্তু তাকে মারা যেতে হলো—

—সেটা তার বোকামি। সে সরকারী স্পাই হয়ে বিপ্লবীদের দলে ভিড়েছিলো। এত বড় রিস্ক নিতে গেলে ধরা পড়া খুব স্বাভাবিক। তাই সে প্রাণ দিলো।

—তুমিও ত সরকারী পক্ষে।

—তা ঠিক—তবে আমি আছি এখানে নিরাপদ আশ্রয়ে। আমি ত বিপ্লবীদের ওপর স্পাইং করতে যাচ্ছি না।

—সে কথা অবশ্য ঠিক। তবে তাকে মেরে দোষটা ওরা এবং তোমরা দুদলই আমার ওপর চাপাতে চেষ্টা করছিলে কেন?

কার্লা হেসে বললে—ওটা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। বুঝলে মিষ্টার?

রামলাল বললে—আমি কিছু বুঝতে চাই না। আমি এখন এই টাকাটা নিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচি।

কার্লা কোনও উত্তর দিলে না।

আট

নতুন বিপদজালে

ভোরবেলা একটু ঘুম এসেছিলো রামলালের। অবশ্য ডাক্তার তাকে ঘুমের ঔষধ দিয়েছিলো।

বেলা দশটার সময় ঘুম ভাঙলো। কার্লা এলো খাবার আর কফি নিয়ে।

রামলাল সেটা খেয়ে বললে—আর যাই হোক, মেয়েরা সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে ভাল।

কার্লা লজ্জিতভাবে হাসলো।

রামলাল একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় প্রবেশ করলো ভারলো।

ভারলো বললে—আমাদের একটু ভুল হয়ে গেছে মিস্টার—

—কেন ?

—সরকারী অফিসাররা বললে—বিপ্লবীদের হাত থেকে এখন এগুলো নিয়ে না এলেও চলতো। কারণ তারা এটা জানে। তাদের স্পাইও ছিল। তারা সময়মতো ব্যবস্থা করতো। তবু তারা খুশী হয়েছে। হেড্‌কোয়ার্টার্সে জানানো হয়েছে। তোমার প্রাইজ পেতে কিছু দেরি হবে।

রামলাল বললে—আচ্ছা একটা কথা মিঃ ভারলো—

—কি কথা ?

—তোমাদের দলের কি আরও লোক ছিল বিপ্লবীদের আড্ডায় ?

—না না, আর কেউ ত ছিলো না।

—তবে আমাদের সেখানে সাহায্য করলে কে ? তারা প্রথমে সার্চলাইট ভেঙে এবং পরে একটা গাড়ির ড্রাইভারকে মেরে খুব সাহায্য করেছিলো আমাদের। তা না হলে, আমরা জিততে পারতাম না কিছুতেই।

ভারলো বললে—হয়তো তারা সরকারী পক্ষের গোপন স্পাই—ওদের দলে মিশে ওখানে ছিলো।

—তা হতে পারে বটে।

রামলাল বললে—একটা কথা বলি মিঃ ভারলো—আশা করি তুমি রাগ করবে না।

—কি কথা ?

—তুমি আমাদের ছেড়ে দাও। সরকারী প্রাইজের মোহ নেই আমাদের। তুমি আমাদের একটা জায়গাতে নামিয়ে দাও। আমাদের একটা গাড়ি আছে—সেখানে। আমরা সেখান থেকে সোজা এই শহর ছেড়ে চলে যাব রাজধানীতে। সেটা বড় জোর চল্লিশ মাইল দূরে। তারপর প্লেনে সিট্ বুক করে এদেশ থেকে বিদায় নেবো। তোমাদের যা করার তা ত করেছি।

বাধা দিলে কার্লা। বললে—না মিস্টার, এখন জীবন বিপন্ন করবেন না। এটা নিরাপদ আশ্রয়। দুদিন বাদে ওরা বিপ্লব বাধাবার চেষ্টা করবে। বিপ্লবীরা আপনাদের বিপক্ষে এখন। তারা এখন আর আপনার পক্ষে নেই। কদিন এখানে থাকুন।

—জানি আমি সবই। কিন্তু কি করবো কার্লা—আমার এখানে একটুও ভাল লাগছে না।

—তা বলে বোকার মতো পথে বের হবেন ?

—তুমি ত জানো কার্লা বিপদকে আমি ভয় করি না।

—তাই ত আরও বেশি ভয় আপনাকে নিয়ে।

রামলাল বললে—আমাকে নিয়ে তোমার ত ভয় পাবার কোনও কারণ নেই কার্লা···

কার্লা চুপ করলো—কোনও কথা বললে না আর।

* * * *

বেলা দুটো নাগাদ খাওয়া দাওয়া শেষ করে রামলাল আর হরেন ওদের গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

পনেরো হাজার টাকা ছাড়াও ভারলো নিজের থেকে আরও পাঁচ হাজার টাকা তাকে পুরস্কার দিলে। আর বললে—যদি সরকারী তরফ থেকে বিপদে পড়ো, আমার সাহায্য পাবে—

—ও. কে স্যর।

গাড়ি ছেড়ে দিল। অবশেষে তাদের পুরোনো হোটেল থেকে কিছু দূরে যেখানে রামলাল গাড়িটা লুকিয়ে রেখেছিলো, সেখানে এসে নামলো।

গাড়িটা নিয়ে তাতে উঠে বসলো হরেন আর রামলাল। যারা পৌঁছে

দিয়েছিল, তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তারা রওনা হলো উত্তর দিকে অর্থাৎ রাজধানীর দিকে।

রামলাল এখন অনেকটা সুস্থ। সে গাড়ি চালাচ্ছিলো পূর্ণ গতিতে।

গাড়িতে চুপ করে বসেছিলো হরেন। তার হাতে তার পিস্তলটা উদ্যত করা।

কিন্তু মাইল পাঁচেক চলার পর রামলাল বুঝতে পারলো যে একটা গাড়ি তাদের অনুসরণ করছে। নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের দলের গাড়ি।

রামলাল হরেনকে বললে—সাবধান থেকো ভাদার।

—সে কথা বলতে হবে না গুরু। আমি ঠিক ছিলাম এবং অ্যালার্ট আছি।

—ভেরী গুড্!

রামলাল গাড়ির গতি বৃদ্ধি করলো। গাড়ি চলতে লাগলো ঠিক আশি মাইল স্পীডে।

কিন্তু পেছনের গাড়ির গতি বেড়েই চললো। তার গতি যেন আরও বেশী। কিন্তু রামলালের গাড়ির গতি আর বাড়াবার উপায় ছিল না।

মিনিটি কুড়ির মধ্যে তারা প্রায় ধরে ফেললো তাদের।

হরেন তৈরী ছিল।

যে মুহূর্তে তাদের গাড়ি ওদের পাশাপাশি এলো, তখন হরেন দেখতে পেলো ড্রাইভারের পাশে ও পেছনে তিন চারজন লোক পিস্তল হাতে বসে।

কিন্তু তারা এদের চিনে কিছু বলার সুযোগ পেলো না। তার আগেই আচমকা হরেনের পিস্তল থেকে গুলি গিয়ে লাগলো ড্রাইভারের মাথায়।

ঘড়ড়—ঘড়ড়—ঘ্যাঁচ—

গাড়িটা উলটো পালটা ভাবে মাতালের মতো টলতে টলতে গিয়ে ধাক্কা মারলো একটা গাছে।

তারপরই গাড়িটা উলটে পড়লো। তাতে আগুন ধরে গেল।

গাড়িটাতে আগুন ধরে গেল।

রামলাল বললে—ভেরী গুড্ ব্রাদার—

হরেন বললে—ওরা শিক্ষা পেলো—কিন্তু কেউ বোধহয় বাঁচবে না এদের মধ্যে।

রামলাল বললে—বিপ্লবীদের দলে কতো লোক তা জানি না আমরা। আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ওদের দল থেকে তখন উলটো দলের বলে চিহ্নিত হয়ে গেলাম। তাই না?

হরেন বললে—আর কোনও দল দরকার নেই। এখন চলে যেতে পারলে বাঁচি।

—তা বটে।

গাড়ি ছুটলো দ্রুততম গতিতে।

* * *

একটু পরে রাজধানীতে পৌঁছে গেল ওরা।

একটানা গাড়ি চালিয়ে রামলাল ক্লান্ত। এবার হরেন গাড়ি চালালো। প্রথমে গেল এয়ার অফিসে।

পাসপোর্ট দেখিয়ে দুটো সিট্ বুক করলো ওরা। মিঃ ভারলো একটা সার্টি-ফিকেট দিয়েছিলো—সেটা কাজে লাগলো।

সেখান থেকে ওরা এলো একটা হোটেলে।

একটা ঘর বুক করলো এরা। আজ রাতটা থাকতে হবে। কাল ভোরে প্লেন ছাড়বে।

ওরা তারপর ডাইনিং হলে গিয়ে খেতে বসলো। সেখানে বেশ ভিড় দেখা গেল। লোকজন আনন্দে মত্ত।

দুজনে খাওয়া দাওয়া করে হোটেলের মাইকের মিষ্টি পপ্ গান শুনছিলো।

হঠাৎ হোটেলের একজন বয় এলো একটা স্লিপ নিয়ে।

বললে—আপনার নাম কি মিঃ রাম……

—হ্যাঁ ভাই—কেন?

—দুজন ভদ্রলোক আপনাকে খোঁজ করছেন।

—কোথায় তারা ?

—হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। বোধহয় সরকারী পুলিসের লোক।

হরেনকে বসতে বলে রামলাল উঠে গেল। সে সোজা নীচে নেমে এলো।

সরকারী পুলিসের ড্রেস পরা দুজন লোক অপেক্ষা করছিল।

তারা বললে—আপনি মিঃ রামলাল ?

—হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে আচমকা দুটো পিস্তল উদ্যত হলো রামলালের দিকে।

একজন তীব্রস্বরে বললে—ঐ গাড়িতে উঠুন।

—আমার অপরাধ ?

—আমরা জানি না—চলুন।

তাকে ঠেলে গাড়িতে তুলে নিলে ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে একজন হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলে রামলালের মাথায়। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

রামলাল জ্ঞান হারালো।

রামলাল বুঝতেও পারলো না যে, ওরা আসলে বিপ্লবীদের লোক—পুলিসের পোশাক পরা, সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্যে।

রামলালকে নিয়ে গাড়িটা ছুটে চললো।

আর বেচারী হরেন বসে বসে বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। যে জানতেও পারলে না এসব কিছু।

একটু পরে দুজন পুলিসবেশী বিপ্লবী এসে তাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা গাড়িতে তুললো।

সে গাড়িটা চললো ভিন্ন দিকে।

এত দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে গেল যে, ওরা কল্পনা করতেও পারেনি, এমন কিছু ঘটতে পারে।

দুজনেই আবার তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরা পড়লো বিপ্লবীদের হাতে।

নয়

নয়া প্রেসিডেণ্ট ?

ধীরে ধীরে রামলালের জ্ঞান ফিরে এলো।

রামলাল চোখ মেলে তাকাল। মাথায় অসহ্য ব্যথা। পিপাসায় কণ্ঠ যেন ফেটে যাচ্ছে।

রামলাল দেখতে পেলো সে একটা প্রায়ান্ধকার ঘরের মেঝের ওপর পড়ে আছে।

ঘরে মাত্র একটা দরজা—কিন্তু তা বন্ধ। তার পিস্তলটাও ওরা কেড়ে নিয়েছে।

মাথার অনেক ওপরে একটা বড় ঘুলঘুলি—তাও জাল দিয়ে বন্ধ করা। এখান থেকে মুক্তির কোনও আশা নেই।

একটু পরে দরজা খুলল।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনের হাতেই পিস্তল।

রামলাল দেখতে পেলো তাদের একজন হলো সেই ফুমিয়াং—যাকে সে দেখেছিলো কুঞ্জার সঙ্গে। দ্বিতীয় জনকে সে চেনে না।

ফুমিয়াং বললে—তোমাকে মেরে ফেলবো বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু না, তোমাকে দিয়ে একটা দরকারী কাজ করাতে হবে। তারপর তোমাকে মেরে ফেলার কথা চিন্তা করবো।

রামলাল বললে—তোমাদের যা খুশী করতে পারো। সেই প্লেনে ওঠার পর থেকে নিজের ইচ্ছায় আমি কিছু করিনি।

—মিথ্যা কথা! ফুমিয়াং গর্জে উঠলো।—তুমি বিপ্লবীদের হাত থেকে লরী চুরি করতে সাহায্য করেছ। তবে তাতে কোনও লাভ হবে না ওদের। ওছাড়া আরও অনেক মাল আমরা পেয়েছি। আমাদের দল তৈরী। বিপ্লব শুরু হবেই। আমিই হবো নয়া প্রেসিডেণ্ট।

—সে তোমাদের যা হয় হোক—আমার তাতে ক্ষতি নেই।

—ভাল কথা। কিন্তু জেনে রেখো তোমাকে কি কাজ করতে হবে।

—কি কাজ ?

—কাল প্রেসিডেন্ট আসবেন। কাল তাকে গুলি করে মারা হবে। তারপর থেকেই সারা রাজ্যে বিপ্লব শুরু হবে। আর এই প্রেসিডেন্টকে হত্যার বিরাট সম্মানজনক কাজ করতে হবে তোমাকে !

রামলাল হতভম্ব।

ফুমিয়াং বললে—কেমন, কাজটা ভাল না ? তারপর বিপ্লবীদের কাজ শুরু হবে অবশ্য। কিন্তু সরকারী লোকেরাই তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি প্রেসিডেন্টকে মারবে বলে, তোমার নতুন একটা সম্মান অবশ্য আমরা দেব, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পরে।

রামলাল হেসে বললে—যাক্, জীবনের একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। একটা জলজ্যান্ত প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা আমার জীবনে এই প্রথম।

—এবং এই শেষ। আচ্ছা চলি বন্ধু !

ফুমিয়াং তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বললে—ওরা যেতে চায় যেতে দাও। কারণ একে দিয়ে বিরাট একটা কাজ ত করানো হবে।

ফুমিয়াং ও তার সঙ্গী চলে গেল। দরজা বন্ধ হলো।

একটু পরে একজন এলো প্রচুর ভাল খাদ্য ও পানীয় নিয়ে। অবশ্য পেছনে দুজন পিস্তলধারী গার্ড।

খাওয়া শেষ করে একটু সুস্থ হলো রামলাল। বললে—একটা সিগারেট দিতে পার ?

লোকটা এক বাক্স সিগারেট আর একটা ম্যাচ ছুড়ে দিলে রামলালের দিকে। তারপর তারা দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলো।

* * *

রামলাল বিশ্রাম নিচ্ছিল।

তার মনে হাজার চিন্তা। হরেন কোথায়? সে কেমন আছে? এসব আবার কি নতুন বিপদে সে পড়লো।

ঘণ্টা খানেক পরে আবার দরজা খুলে গেল। দুজন পিস্তলধারী গার্ডের সঙ্গে যে প্রবেশ করলো, তাকে দেখে রামলাল অবাক হয়ে গেল। সে হলো কার্লা।

রামলাল বললে—কার্লা, তুমি এখানে?

কার্লা তার সঙ্গী দুজনকে বাইরে গিয়ে পাহারা দিতে বললে।

তারা বাইরে গিয়ে একটু দূরে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়াল।

কার্লা হিন্দীতে বললে—আমার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলো। তাহলে ওরা বুঝবে না। ইংরাজী বলো না।

রামলাল বললে—কার্লা তুমি এখানে?

—হ্যাঁ। আমি তোমাকে নিষেধ করলাম বের হতে—তবু তুমি জেদীর মতো বেরিয়ে এলে!

—তা ত হলো। কিন্তু তুমি কোন্ দলে?

কার্লা বললে—আমার বোন অ্যানি যেমন বিপ্লবীদের সঙ্গে থেকেও ছিল সরকারী স্পাই—আমি তেমনি সরকারী দলে থেকেও প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবীদের স্পাই। বিপ্লবীরা সরকার দখল করবেই। তবে মুক্তি তুমি এখন যদিও বা পেতে—এখন পাবে না। কারণ তখন আমি বিপ্লবীদের বলতে পারতাম যে, তুমি বাধ্য হয়ে—

রামলাল বললে—তোমাদের বিপ্লব নিপাত যাক! আমি এখন যা বিপদে পড়েছি।

কার্লা বললে—তোমার কাজ তুমি করো—আমি চেষ্টা করবো তোমাকে যদি মুক্ত করা যায়—

—তা হয়তো সম্ভব হবে না—

—সে তোমারই ভুলে। তোমাকে ভাল লেগেছিল বলেই ভারলোর আশ্রয় ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করলে নিশ্চয় ভারলো তোমাকে আর খাতির করবে না—

—সে পরে দেখা যাবে। তুমি যেতে পার।

—ঠিক আছে।

—একটা কথা কার্লা—

—কি কথা?

—হরেন বেচারী কোথায়? আমার সঙ্গী?

—সে বিপ্লবীদের একটি প্রধান গোপন আড্ডায় বন্দী।

—হুঁ। রামলাল দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা।

রামলাল ভাবতে লাগলো।

বর্তমানে তার করার মতো আর কিছুই নেই।

* * *

পরদিন সকাল।

রামলালকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হলো বিরাট উঁচু একটা নির্জন বাড়িতে।

চারতলার উপরে পাঁচতলার একটা চিলে কুঠরী। সেখানে প্রবেশ করানো হলো রামলালকে।

দরজা বন্ধ হলো।

একজন প্রহরী বন্দুক হাতে তাকে পাহারা দিতে লাগলো। লোকটার মুখ ভাবলেশহীন—যেন পাথর।

একটু পরে ফুমিয়াং প্রবেশ করলো।

বললে—তোমার সম্বন্ধে প্ল্যান পালটে ফেললাম। ঐ দেখ জানালা দিয়ে।

পাশের মাঠে লোক জমছে। প্রেসিডেন্ট আসবে। ওখানে মিটিং করবে। ভেবেছিলাম এই জানালা দিয়ে তুমি সোজা প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়বে। কিন্তু মত পালটে ফেললাম। কারণ যদি তোমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ত সব প্ল্যান নষ্ট হবে।

একটু থেকে ফুমিয়াং বললে—আমি ভেবেছিলাম কৃষ্ণা রায় আমাদের দলে। কিন্তু সে মিথ্যাবাদী। সে অতীনলালকে মেরে বলেছিল যে, সে সরকারী স্পাই। কিন্তু তা মিথ্যা। জানলাম কৃষ্ণাই সরকারী স্পাই। সব মেয়েগুলোই দুমুখো সাপ। তাই তাকে আজ শেষ করবো। তার আগে জানালা দিয়ে দেখো।

রামলাল জানালা দিয়ে তাকালো।

নীচে প্রচুর লোক জমেছে। প্রেসিডেন্ট এসে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে জয়ধ্বনি দিল। জানালাটা গরাদেহীন, কিন্তু তার নীচে একেবারে খাড়া পাচতলা এবং জানালা দিয়ে পড়লে দেড়শো ফুট নীচে পথের উপরে পড়তে হবে।

ফুমিয়াং বললে—ঐ দেখ প্রেসিডেন্টের পিছনে দুজন সাধারণ চাষী মতো লোক। কিন্তু এরা আমাদের লোক। ওরা গুলি করবে প্রেসিডেন্টকে। আর ওখান থেকে আমাদের লোক চিৎকার করবে যে কৃষ্ণা গুলি করেছে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে কৃষ্ণাকে গুলি করে শেষ করা হবে।

এমন সময় একজন লোক দূরবীন লাগানো একটা রাইফেল নিয়ে জানালাতে দাঁড়াল।

ফুমিয়াং বললে—তুমি প্রেসিডেন্ট হত্যার পরই এখান থেকে কৃষ্ণাকে গুলি করবে। লোকে ভাববে, প্রেসিডেন্টকে কৃষ্ণা হত্যা করার জন্যে তাকে পাল্টা হত্যা করেছে স্বদেশভক্তরা। ফলে কোনও কথা প্রকাশ পাবে না।

আর কাজ শেষ করে এই রামলালকে জানালা গলিয়ে ফেলে দেবে নিচে। দোষ কেউ কিছু দেয়, তা পড়বে ওর কাঁধে, কেমন ?

তারপর দ্বিতীয় পাহারাওলার দিকে তাকিয়ে ফুমিয়াং বললে—ঠিকভাবে পাহারা দেবে! কেমন?

লোকটা ঘাড় নাড়লো।

এদের হুকুম দিয়ে ফুমিয়াং চলে গেল।

দরজা বন্ধ হলো।

ওদের একজন রামলালকে পাহারা দিতে লাগলো। দ্বিতীয় জন রাইফেল হাতে নজর রাখলো প্রেসিডেণ্টের দিকে।

আর রামলাল বসে বসে ভাবতে লাগলো নানা কথা। তাহলে কৃষ্ণা সরকারী স্পাই—সে ভারলোর দলের লোক। আর কার্লা বিপ্লবীদের দলের লোক।

সত্যি মেয়েগুলো সব দুমুখো বটে!

www.boiRboi.blogspot.com

দশ

শেষ মুহূর্তে

কয়েকটা মিনিট কাটলো।

ওদিকে বাইরে ব্যাণ্ডপার্টি বাজনা বাজাচ্ছে অবিরাম। সমবেত প্রজারা জয়ধ্বনি করছে। অথচ তারা জানে না যে, তাদের সামনেই তাদের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার জন্য কি হীন চক্রান্ত চলেছে।

ওদিকে জানালায় লোকটা তখনো রাইফেল হাতে তাক ঠিক করছে। যে মুহূর্তে প্রেসিডেন্টকে মারা হবে, তার ঠিক কুড়ি সেকেণ্ড কি ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই সে এখান থেকে কৃষ্ণাকে গুলি করবে।

কিন্তু কৃষ্ণা কেন এসেছে ?

বোধহয় সে এবং অন্য স্পাইরা প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু তা তারা পারবে না—কারণ এ চক্রান্তের খবর তারা রাখে না।

হঠাৎ রামলাল একটা কাজ করে ফেললো।

প্রেসিডেন্ট যেই ভাষণ দিতে উঠলো, অমনি তা দেখার জন্যে রামলালের গার্ড জানালায় উঁকি দিল।

তার সঙ্গে সঙ্গে রামলাল আচমকা পিছন থেকে তার গলা প্রচণ্ড বেগে চেপে ধরে তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিলে।

যে লোকটা কৃষ্ণাকে গুলি করার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সে চমকে ফিরে তাকালো।

কিন্তু সে দেখে, তখন টমিগানটা হাতে নিয়ে রামলাল মূর্তিমান যমের মতো তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে।

রামলাল উগাণ্ডাবাসী গার্ড লোকটাকে বললে—ওকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে নীচে ফেলে দাও। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিলে।

পাঁচতলা থেকে নীচে পড়ে গিয়ে লোকটা মারা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রামলালের বন্দুকের বাঁটের প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে দ্বিতীয় লোকটাও জ্ঞান হারাল।

আর সঙ্গে সঙ্গে রামলাল রাইফেলটা হাতে নিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে সেই দুজন কৃষকবেশী প্রেসিডেন্টের হত্যাকারীর কাঁধে গুলি করল।

দুজনে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সারা মিটিং-এর জায়গায় হইচই পড়ে গেল।

আর তারপরই দুজন মিলিটারী বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে এলো বাড়িটার দিকে।

বিপ্লবীরা সব আগেই লুকিয়ে পড়েছিল প্রাণের ভয়ে।

তাই মিলিটারীরা এসে দরজা খুলে দেখলো শুধু রামলালকে আর তার গার্ডকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে।

রামলালের হাতে রাইফেল।

তারা তাদের গ্রেফতার করে তুললো ভ্যানে।

ভ্যান ছুটলো সোজা।

রামলালকে জেলখানার একটা ঘরে এনে আটকে ফেললো ওরা।

* * *

একটু পরে ভারলো এলো জেলখানায় রামলালের সঙ্গে দেখা করতে।

ভারলো বললো—ছিঃ ছিঃ, তুমি শেষে আবার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করতে গেছিলে?

রামলাল বললে—কি যা তা বলছো। আমি প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করেছি—বুঝলে?

—বাজে কথা! প্রেসিডেন্টকে মারতে গিয়ে তুমি দুজন চাষীকে মেরেছো।

—রামলালের হাতের নিশানা এতো ভুল হয় না।

—আমরা তা মানি না। মোট কথা ঐ বাড়ি থেকে তোমাকে আর ঐ একটি অজ্ঞান লোককে ছাড়া আমরা কাউকে পাইনি।

—পাবে কি করে? তারা ভয় পেয়ে পালিয়েছিল। তাদের দলপতি ছিল

ঐ ফুমিয়াং। আর ঐ নিরীহ কৃষক দুজন প্রকৃতপক্ষে নিরীহ নয়—তাদেরকেই ঠিক করা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট হত্যার উদ্দেশ্যে।

—আমি তা বিশ্বাস করি না। ঠিক আছে, কাল প্রেসিডেন্ট হত্যার দায়ে তোমার বিচার হবে। তোমার যা বলবার সেখানে বলবে।

—ঠিক আছে। তোমাকে বলে লাভ কি?

ভারলো চলে গেল।

কিন্তু তার আধ ঘন্টা পরেই এলো কৃষ্ণা তার সঙ্গে দেখা করতে।

রামলাল বললে—কৃষ্ণা, তোমার প্রকৃত পরিচয় আমি পেয়েছি, বিপ্লবী নেতা ফুমিয়াং-এর কাছ থেকে।

—তাই নাকি? কিন্তু তবু তুমি একি করেছো?

—তুমিও কি আমার কথা বিশ্বাস করবে না?

—করবো। শোন, তুমি যখন বিপ্লবীদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে আনছিলে, তখন আমি আর আমার দলের কিছু লোকই তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু ঐ ভারলো তখন এ কাজ না করলেও পারতো। কারণ ঐ ঘাঁটি দখলের ব্যবস্থা আমরা আগেই করেছিলাম।

—তুমিই তাহলে অজানা বন্ধু?

—ঠিক তাই।

রামলাল হেসে বললে—তাহলে শোন, আমিও তোমার প্রাণ রক্ষা করেছি।

—কি ভাবে?

রামলাল সব ঘটনা খুলে বললে।

সব শুনে কৃষ্ণা বললে—ভারলো বিশ্বাস না করলেও তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি। আর কার্লা যে স্পাই, তাও আমি জানতে পেরেছিলাম। তবে ও কিছু করতে পারেনি। আজ তোমাকে বলি, আমি উগাণ্ডা সরকারের স্পাই। বিপ্লবী বলেই অতীনলালকে খোঁজ করেছিলাম আমি। কিন্তু তার দলের জীবন পালিত আমার সঙ্গে ছিল—তাই বলতে হয়েছিল যে, সেই স্পাই। তা না হলে আমি বিপ্লবীদের সঙ্গে এতদূর এগোতে পারতাম না।

—বুঝেছি। রামলাল বললে।

কৃষ্ণা বললে—যাই হোক, তোমার ব্যবস্থা আমি করবো। তার আগে তুমি কি এখান থেকে মুক্তি চাও ?

—নিশ্চয়ই।

কৃষ্ণা নিজের দেহটা আড়াল করে একটা পিস্তল গুঁজে দিলে তার হাতে। তারপর বললে—জেলরক্ষী এদিকে এলেই তুমি পিস্তল দেখিয়ে তাকে আর আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে চলে যাবে। জেলের সামনে গাড়ি আছে। জেলখানা তেমন সুরক্ষিত নয়। শুধু গেটে দুজন গার্ড বাস—

রামলাল বললে—ঠিক আছে।

একটু পরে জেলরক্ষী এগিয়ে এসে বললে—আসুন কৃষ্ণা দেবী—

সঙ্গে সঙ্গে রামলাল পিস্তল উদ্যত করলো তার দিকে। বললে চাবিটা দাও —ভেতরে ঢোকো।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে ভেতরে বন্দী করে রামলাল পিস্তল হাতে পা টিপে টিপে এগিয়ে চললো।

সামনে দুজন রক্ষী বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছিল।

আচমকা রামলাল তাদের দিকে পিস্তল উদ্যত করে বললে—বন্দুক দুটো ফেলে দাও।

তারা বন্দুক ফেলে দিলে।

—ভেতরে যাও।

তারা ভেতরের দিকে গেলে রামলাল বন্দুক দুটো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেল সামনে।

একটু দূরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে—এতে চড়েই কৃষ্ণা এসেছিল। রামলাল গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলে।

দুরন্ত বেগে গাড়ি ছুটে চললো।

রামলালের মাথায় তখন শুধু এক চিন্তা—হরেনকে উদ্ধার করতে হবে—এক্ষুণি তাকে মুক্ত করা চাই !

এগারো

পরিশেষ

রামলাল প্রচণ্ড বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিলে বিপ্লবীদের প্রথম যে আড্ডা সে চিনতো সেই দিকে—যেখানে অ্যানিকে হত্যা করা হয়েছিল।

সোজা বাইরে গাড়ি রেখে সে ভেতরে প্রবেশ করলো।

কিন্তু ভেতরে কেউ নেই—শুধুমাত্র কার্লা বসেছিল একটা চেয়ারে।

পিস্তল হাতে রামলালকে ঢুকতে দেখে কার্লা চমকে উঠলো।

বললে—তোমার থাকবার কথা ত জেলে। সেখান থেকে প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টার দায়ে তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলার কথা—

রামলাল হেসে বললে—দুনিয়ার অনেক কিছু কথা আমি পালটে দিতে জানি। যেমন তোমাদের ফুমিয়াং প্রেসিডেন্ট হতে পারেনি।

—কি চাও তুমি ?

—আমি চাই তুমি গাড়িতে উঠবে আমার সঙ্গে।

—কেন ?

—যে আড্ডায় হরেনকে আটক রাখা হয়েছে, সেখানে আমাকে তুমি নিয়ে যাবে।

কার্লা বললে—বিপ্লববাদীরা পরাস্ত হয়েছে। অনেক বিপ্লববাদী ফুমিয়াংকে ত্যাগ করে চলে গেছে। সে আছে মাত্র দু একজন গার্ড নিয়ে গোপন আড্ডায়।

—সেখানে আমাকে নিয়ে যাবে।

—কেন ?

—হরেনকে মুক্ত করতে হবে।

কার্লা বললে—তাতে আমার লাভ ?

—লাভ জানি না—আমার কথা না শুনলে তোমাকে গুলি করে মারবো আমি। বুঝলে ?

—বুঝেছি। বেশ চলো, আমি যাচ্ছি তোমাকে পথ দেখাতে। কিন্তু একটা কথা—

—বলো—

—আমি পুলিসে ধরা পড়লে তুমি বলবে যে, তুমি জান, আমি আসলে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ছিলাম।

—ঠিক আছে—আমি চেষ্টা করবো—ভারলো তোমাকে ক্ষমা করতেও পারে। আমি চেষ্টা করবো।

—ভাল কথা।

দুজনে নীচে নেমে এলো। গাড়িতে উঠে বসলো দুজনে।

কার্লা ড্রাইভ করতে লাগলো। রামলাল বন্দুক তুলে বসে থাকলো।

গাড়ি ছুটলো প্রায় আধ ঘণ্টা। তারপর একটা পুরোনো আধভাঙা বাড়ির কাছে এসে গাড়ি দাঁড়ালো।

বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছিলো দুজন লোক।

ওরা এদিকে আসতেই তারা এগিয়ে আসছিল।

রামলাল বন্দুক তুলে দুজনের পা লক্ষ্য করে পরপর ফায়ার করল। তারা আহত হয়ে পড়ে গেল।

রামলাল বললে—কার্লা, তোমার শেষ সুযোগ—বন্দুক হাতে এগিয়ে চলো।

কার্লা বললে—ভেতরে হরেন বন্দী আছে। আর সেখানে কেউ নেই—একমাত্র ফুমিয়াং ছাড়া। সবাই দল ত্যাগ করে চলে গেছে।

বন্দুক হাতে একজন লোককে জানালা পথে দেখা গেল।

কার্লা আর রামলাল শুয়ে পড়লো। গুলি চলে গেল তাদের মাথার উপর দিয়ে।

তারপর দুপক্ষে গুলি বিনিময় শুরু হলো। কার্লা রামলালের পক্ষে।

কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর রামলালের গুলির নির্ভুল আঘাতে লুটিয়ে পড়লো ফুমিয়াং।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়ালো।

ভ্যান থেকে নামলো ভারলো, কৃষ্ণা, পুলিশ অফিসার প্রভৃতি অনেকে।

তারা এগিয়ে এলো।

কৃষ্ণা বললে—আমি সব বলেছি। আমার কথা এঁরা বিশ্বাস করছেন।

রামলাল বললে—বিপ্লবীদের দলপতিকে আহত কিংবা নিহত করেছি আমি আর কার্লা মিলে। আর তাদের অন্য দুজন জখম হয়ে পড়ে আছে।

ভারলো বললে—ধন্যবাদ স্যার। আমরা ভুল করেছিলাম—তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু কার্লা—

—কার্লা বিপ্লবীদের দলে মাঝে মাঝে মিশতো খবর জানার জন্যেই। আসলে সেও রাজভক্ত। তার সাহায্য না পেলে আমি এখন ফুমিয়াংকে মারতে পারতাম না।

—অলরাইট্ স্যার।

ফুমিয়াং-এর আঘাত গুরুতর হয়েছিল। সে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা গেল। তার আর প্রেসিডেন্ট হওয়া হলো না। হরেনকে মুক্ত করা হলো।

আর সরকার থেকে এবারে রামলাল ও কৃষ্ণা প্রচুর পুরস্কার পেলো তাদের কাজের জন্যে। প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকা।

সারা উগাণ্ডাতে রামলাল একজন আদর্শ ভারতীয় হিরো বলে সম্মানিত হলো।

* * *

তারপর সসম্মানে রাজকীয় প্লেনে চড়ে কৃষ্ণা, রামলাল, হরেন আর কার্লা চললো ভারতের দিকে।

কার্লা ঠিক করেছিল, সে আর উগাণ্ডাতে থাকবে না। যে টাকা সে উপার্জন করেছিল, তা দিয়ে তার কিছুদিন ভালই চলে যাবে।

প্লেনে উঠে কৃষ্ণা বললে—যাক, তা হলে শেষ পর্যন্ত ত আমি তোমার উপার্জনে সাহায্য করেছি।

রামলাল বললে—উঃ, তোমরা মেয়েরা সব নাগিনী কন্যা। তোমরা যে কখন কোন পক্ষে যাও, তা কে জানে! ঈশ্বরও জানেন না বোধ হয়।

হরেন হেসে বললে—শাস্ত্রেই আছে স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং না কি যেন—

সকলে হেসে উঠলো তার কথা শুনে।

—শেষ—

www.boiRboi.blogspot.com

বিশ্ব-চক্র সিরিজ

স্বপনকুমারের ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা—প্রত্যেকখানির মূল্য দুই টাকা

১। অদৃশ্য সংকেত ২। দুরাত্মার ছল ৩। ভ্রান্তপথের শেষে ৪। চলন্ত ছায়া ৫। হিংসার অন্ধকার ৬। অব্যর্থ সন্ধান ৭। বিষাক্ত হাসি ৮। মিথ্যা চমক ৯। চায়না লজ ১০। বিজয়িনী তন্দ্রা ১১। শ্বেতপদ্ম ১২। অদৃষ্টের পরিহাস ১৩। ব্যথার প্রদীপ ১৪। মৃত্যুহীন প্রাণ ১৫। রক্তকমল ১৬। নূতন অতিথি ১৭। পৃথিবী থেকে দূরে ১৮। হারানো ডায়েরী ১৯। বিকেল ছটার শোতে ২০। বিফল স্বপ্ন ২১। বাগানবাড়ি ২২। প্রবালপুরী ২৩। জীবন-মৃত্যু ২৪। পরপারের পথিক ২৫। জমাট অশ্রু ২৬। পরাজয়ের গ্লানি ২৭। আলো-আঁধার ২৮। তিন বন্ধু ২৯। ছায়ার আর্তনাদ ৩০। রাঙ্গাজবা ৩১। এক পেয়ালা চা ৩২। বেনামী চিঠি ৩৩। রত্নমালার কাহিনী ৩৪। ঝড়ের সংকেত ৩৫। জবানবন্দী ৩৬। ব্যর্থ অভিযান ৩৭। হারানো মাণিক ৩৮। অদৃশ্য বন্ধু ৩৯। হরজনের নওলা ৪০। গৃহপ্রবেশ ৪১। জোয়ার ভাঁটা ৪২। বেআইনী দখল ৪৩। রূপমহল ৪৪। পরশ পাথর ৪৫। চোখের ভুলে ৪৬। চারশো বিশ ৪৭। রঙিন সুতো ৪৮। বিষকন্যা ৪৯। শুধু দুটি হাত ৫০। সন্ধ্যামালতী ৫১। বন্দী বাসুকী ৫২। শেষ রাতের কাহিনী ৫৩। বলয়গ্রাস ৫৪। মায়াকানন ৫৫। ছন্দহারা ৫৬। ছদ্মবেশী ৫৭। তেরো নম্বর বাড়ী ৫৮। বন্দিনী বিশাখা ৫৯। একটি চোখের রহস্য ৬০। মুখার্জী ভিলা ৬১। চীনের পুতুল ৬২। কালো মুখোশ ৬৩। গ্রীণ ড্রাগন ৬৪। নাইট ক্লাব ৬৫। সোনার হরিণ ৬৬। তিন নম্বর ফ্ল্যাট ৬৭। ঘূর্ণি হাওয়া ৬৮। বিষের বাঁশী ৬৯। ভাড়াটে বাড়ি ৭০। ঘুম ভাঙা রাত ৭১। শেষ অঙ্ক ৭২। লাল কুঠী ৭৩। নিশি মালঞ্চ ৭৪। পাগল হাওয়া ৭৫। ঝরা বকুল ৭৬। চৈত্রের পলাশ ৭৭। সাগর বেলায় ৭৮। আণবিক রশ্মি ৭৯। পাহাড়তলীর বাংলো ৮০। কাঁটা ও কমল ৮১। প্রলয়ের আলো ৮২। জীবন দোলা ৮৩। শ্রাবণী সন্ধ্যা ৮৪। শ্রীমান্ত ষড়যন্ত্র ৮৫। রক্তকরবী ৮৬। অদৃশ্য পথরেখা ৮৭। অজয়গড়ের রহস্য ৮৮। পলাতক আসামী ৮৯। আঁধার রাতের পথিক ৯০। আঁধার রাতে আর্তনাদ ৯১। রহস্যময় নিশাচর ৯২। গহন রাতের অট্টহাসি ৯৩। রুইতনের টেক্কা ৯৪। ময়দানের রহস্য ৯৫। জিরো নাইন নাইন ৯৬। ভ্রমরের কান্না ৯৭। অক্টোপাশের অট্টহাসি ৯৮। চক্রান্তের বিভীষিকা ৯৯। নাগিনী কন্যা

১০০। নীল পাথরের চোখ